৯

বৃথা উত্তেজিত করে পুরুষেরে,
দিবনাক ক্লেশ শত অত্যাচারে,
বরপণ তরে, ভিখারির বেশে,
নিত্য অনুরোধে ঘটাব বিকার॥

১০

অর্থের কারণেই অনর্থের সৃষ্টি,
তাই ঘরে ঘরে এত যে গো রিষ্টি,
তবু সমাজের নাহি দয়া দৃষ্টি,
গলে দেয় সদা তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার॥

১১

দর্শন বিজ্ঞান করি আলোচনা,
যুবকপরাণে গর্ব্ব হয় নানা,
বিবাহমণ্ডপে হবে বিবেচনা,
শ্বশুর দিবেন মূল্য সমুচিত॥

১২

পুরস্কার হেন অনায়াসলভ্য,
বিংশ শতাব্দীর ছোট বড় সভ্য,
ধরেছে উপায় এই দেশ নব্য,
বরপণ রীতি করিয়ে চলিত।

১৩

তেব পরাকাষ্ঠা সে অত্যাচারের,
স্নেহলতা দেবী সমগ্র বঙ্গের
প্রায়শ্চিত্ত করি গেল স্বরগের
ন্যায়ের আসনে লভিয়া স্থান॥

১৪

যে বিধির তরে দিয়াছে পরাণ,
এস সবে মিলি রাখি গো সম্মান,
উচ্ছেদিব মোরা কুপ্রথার দান,
ভয় কি করিতে কর্ত্তব্য সাধন॥

১৫

ছদিনের তরে মহা আন্দোলনে,
সভা সমিতিতে কত আস্ফালনে,
দেখায়ে পাণ্ডিত্য অতি অভিমানে,
স্বদেশে বিদেশে লভিব নাম॥

১৬

কথায় বীরত্ব আছে বাঙ্গালীর,
কাজের বেলায় শাস্ত্রে দোহাইর,
সেই ফলকেতে রক্ষা করি শির,
পুরাই আনন্দে নিজ মনস্কাম॥

১৭

নারী সংসারের কুশলাকাঙ্ক্ষিনী,
পুত্র তনয়ার জীবনদায়িনী,
পাপ ও পুণ্যের শক্তিসঞ্চারিণী,
স্মরিয়া তাহারি কর গো বিহিত॥

১৮

চিরদিন নারী ধর্ম্মের সহায়,
সুসাহসে আজি কর দুঃখ জয়,
মহৎ উদার করগো হৃদয়,
অমঙ্গল যত করি দূরীভূত॥

১৯

শুভ অবসর এসেছে হেথায়,
নারীর প্রতিজ্ঞা নারী সমুদায়,
রাখ রাখ আর ইতস্তত নয়
আত্মবলিদানে কর প্রতীকার॥

২০

বাঙ্গালার পাপে সুকোমল প্রাণ,
আহুতি অনলে দিয়ে করে ত্রাণ,
তবু কি পাষাণ রহিবে অজ্ঞান,
আরও কি দুর্দ্দশা ঘটাবে দেশের।

২১

ধনী বা দরিদ্র প্রতি ঘরে ঘরে,
শিক্ষিতাশিক্ষিতা প্রতি রমণীরে,
নিবেদন করি সানুনয় করে,
আর্য্যনারী সম পালগো পণ॥

২২

কত নারীকীর্ত্তি কাব্যে ইতিহাসে,
জলন্ত মহিমা নয়নেতে ভাসে,
তোমাদের জন্ম হয় সেই দেশে,
সে শোণিত আজি নহে অন্তর্দ্ধান॥

২৩

লইব না পণ দিবনাকো পণ,
এ মন্ত্রের এবে করগো সাধন,
তোমরাই শক্তি মুক্তির কারণ,
জননী ভগিনী দয়িতা যে জন,
তোমরাই রাখ তোমাদের পণ॥

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

কুমারীর আত্মাহুতি।

বরপণ-প্রথা-রূপ ভীষণ অগ্নির মধ্যে উপায়হীনা কুমারী আত্মজীবন আহুতি প্রদান করিয়াছে! দেশবাসিগণের অন্তরাত্মা আজি চমকিত! তবে সকলেই অনুতপ্ত হইয়াছেন কিনা সে কথা ভগবানই জানিতেছেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বামাবোধিনীতে "পণ-প্রথা" বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। "বরপণ" হইতে বহুবিধ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, শুনা যায়। কত দরিদ্র ব্যক্তি অক্ষমতা প্রযুক্ত নিজ প্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহ দিতে বিলম্ব করাতে, পরিজনের কুবচন, সমাজের বিদ্রূপ, গালি ও কঠোর শাসনভয়ে কেহ গৃহত্যাগ করিয়াছেন, কেহবা আত্মহত্যা ঘটাইয়াছেন; এই প্রকার ভয়ানক ঘটনা সকল শুনিয়া শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। সেই জন্য অধিকতর আশঙ্কা প্রযুক্ত আমরা রাজপুতকন্যাদিগের প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলাম "হায় মা! বঙ্গভূমি! তোমার অদৃষ্টে না জানি কি আছে! ভগবান্ তোমার হতভাগিনী কন্যাদিগকে রক্ষা করুন *। হায়! তখন আমরা স্বপ্নেও জানিতাম না যে, বরপণ-রূপ রাক্ষস নিজ করাল কবলে অচিরাৎ বঙ্গবালাকে গ্রাস করিবে! তখন আমরা স্বপ্নেও জানিতাম না যে, কল্পনায় যে আশঙ্কা অনুভূত হইতেছে, তাহা সত্য সত্যরূপে আমাদের চক্ষের উপরে জাগিয়া উঠিবে!

আমাদের পাঠকপাঠিকাদিগের মধ্যে বোধ হয় সকলেই শুনিয়াছেন, বরপণরূপ ভীষণ হুতাশনে বঙ্গকুমারী আত্মাহুতি দান করিয়া এই অদ্ভুত বঙ্গদেশকে চমকিত করিয়াছে। বহু সভা সমিতি হইয়া যে কার্য্য সাধিত হয় নাই, এই ঘটনায় তাহাই হইয়াছে—অর্থাৎ বরপণরূপ ভয়ঙ্করী প্রথার মূলে আঘাত

* ১৩২০ সালের অগ্রহায়ণ মাসের বামাবোধিনী।

লাগিয়াছে—আঘাতের ফল কি হইবে, বাঙ্গালীর উত্তেজনা স্থায়ী হইবে কি না, সেই সর্ব্বতত্ত্বদর্শী ভগবান্‌ই তাহা জানেন। তবে এবার গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে বটে। ঘটনাটি এই—

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক নিবাস ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত পালং থানার অধীন কাগদি গ্রামে। হরেন্দ্র বাবু কলিকাতায় রাজা রাজবল্লভের ষ্ট্রীটে থাকিয়া দালালি করেন। আজি তিন বৎসর হইল তিনি সপরিবারে কলিকাতায় আছেন। তাঁহার কন্তা স্নেহলতা চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কুমারী। তাহার ফটোগ্রাফ দেখিলে তাহাকে হৃষ্টপুষ্ট, সবল ও সুস্থকায় বালিকা বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং সামাজিক রীতানুসারে তাহার পরিণয় অতি শীঘ্রই সম্পন্ন করা পিতার পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়াছিল। তথাপি পিতা আদরের কন্যাটীকে যে সে পাত্রের হস্তে অর্পণ করিতে পারেন নাই। অনেক অনুসন্ধানের ফলে বি, এল, শ্রেণীর একটী ছাত্রের সহিত স্নেহলতার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইল। পাত্রপক্ষ হরেন্দ্র বাবুর নিকট বর্ত্তমান "বরপণ"-প্রথা অনুসারে নগদ ৮০০ এবং কন্যার অলঙ্কার জন্ম ১২০০, এইরূপে দুই হাজার টাকা দাবী করেন। ঐ টাকা না দিলে হরেন্দ্র বাবুর কন্যার সহিত সে পাত্রের বিবাহ সম্ভব নহে।

হরেন্দ্র বাবু নিরুপায়। দুই হাজার টাকা দিতে না পারিলে সুপাত্রটী হাত ছাড়া হইয়া যায়, অথচ দুই হাজার টাকা দিবার মত অবস্থা তাঁহার নহে। তখন বঙ্গদেশের কন্যাভারগ্রস্ত স্নেহময় পিতার মত, কন্যার কল্যাণার্থ তিনি আত্মবলি দিতে অগ্রসর হইলেন; নিজের ঘর বাড়ী বন্ধক রাখিয়া দুই হাজার টাকা সংগ্রহপূর্ব্বক কন্যার বিবাহ দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

স্নেহলতা বালিকা হইলেও আপোগণ্ড শিশু ছিল না। পিতৃস্নেহের উচ্ছ্বাসে তাহার নিজ মঙ্গল কামনা ভাসিয়া গেল। পিতার এই আত্মত্যাগে তাহার সরল হৃদয়খানি বিষম ব্যথিত ও দারুণ সন্তপ্ত হইল। সে মাতাকে দিয়া, পিতাকে এরূপে হৃতসর্ব্বস্ব হইতে বিশেষরূপে নিষেধ করিল। কিন্তু একে বালিকার কথা—সে তো আবদারের মধ্যেই গণ্য—তাহাতে পিতা উপায়ান্তরবিহীন, সুতরাং তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। তখন স্নেহলতা পিতার রক্ষার জন্য মনে মনে এক ভীষণ সঙ্কল্প করিল।

বর্ত্তমান ১৩২০ বঙ্গাব্দের ১৪ই ফাল্গুন স্নেহলতার বিবাহের দিন নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহে পিতার নিকটে প্রার্থনা করিয়া সে তাহার ফটোগ্রাফ তুলাইল। তাহার মাতা রুগ্না, সেই সদা হাস্যমুখী, আনন্দময়ী বালিকা সাগ্রহে ও সোৎসাহে সমস্ত সংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করে; তাহার সেই বিষম ব্যথিত হৃদয়ের হাহাকার তাহার সুন্দর মুখখানিতে কোন ভাবান্তর আনিতে পারে নাই।

১৬ই মাঘ সেই তেজস্বিনী কুমারী সমস্ত গৃহকর্ম্ম সমাপন করিয়া, অঙ্গমার্জ্জনা-পূর্ব্বক গাত্র ধৌত করিল। অনন্তর ধৌত শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া, অলক্তক-রাগে আপনার চরণ দুইখানি রঞ্জিত করিল। শেষে এক বোতল কেরোসিন তৈল এবং একটী দেশলাইয়ের বাক্স লইয়া ছাদের উপরে উঠিল।

তাহার পর সে সমস্ত বস্ত্রে কেরোসিন তৈল ঢালিয়া তাহাতে আগুন জ্বালিয়া দিল। বৈশ্বানর লেলিহান শিখা বিস্তার-পূর্ব্বক সেই ফুল্ল কুসুমতুল্য রমণীর দেহ ভস্মীভূত করিতে লাগিল। বরপণ-লাঞ্ছিতা পিতৃবৎসলা সাধ্বী কুমারী স্নেহলতা সতীর মত প্রচণ্ডানলে ভস্মসাৎ হইতে লাগিল। বঙ্গের রাক্ষসী প্রথার করাল কবলে কুমারী আত্মসমর্পণ করিল।

তাহাদের বাটীর পার্শ্বস্থ কালীবাড়ীর পুরোহিত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী এই অগ্নি-কাণ্ড দেখিয়া হরেন্দ্র বাবুর গৃহে আগুন লাগিয়াছে মনে করিলেন। তিনি লোক জন সহ সেই বাড়ীর ছাদের উপর গিয়া দেখেন, আগুনে হরেন্দ্র বাবুর স্নেহ-লতা পুড়িয়া ছাই হইতেছে। অগ্নিদেব সদর্পে পবিত্রা কুমারীকে নির্ম্মম বিবাহ-পণের হস্ত হইতে রক্ষা করিতেছেন।

তখন হরেন্দ্র বাবু কন্যার জীবনরক্ষার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে অভিমানিনী আর ফিরিল না। সূর্য্যা-স্তের সঙ্গে সঙ্গে স্নেহলতা এ স্বার্থপর সমাজ হইতে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিল।

হায়! যে পত্নীকে জীবনের সহধর্ম্মিণী সহযোগিনী ও সহভোগিনীরূপে গ্রহণ করিয়া শ্বশুর, শ্বশ্রূ, ননন্দা ও দেবরগণের উপরে সাম্রাজ্ঞীস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তাহারই পিতৃকুল নির্য্যাতন করতঃ অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক পাণিপীড়ন করা কি শাস্ত্রসম্মত বিবাহক্রিয়া হইতে পারে? এইরূপ নির্ম্মমাচরণে কি পবিত্র উদ্বাহ-ক্রিয়ার মহদুদ্দেশ্য সফল হইতে পারে?

এ কথা বাঙ্গালির মধ্যে আজি অনেকেই বুঝিয়াছেন। কুমারী স্নেহলতা অনেক অন্ধের চক্ষু ফুটাইয়া দিয়া গিয়া-ছেন। তবে বড় দুঃখের সহিত, বড় লজ্জার সহিত, আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, অনেক সময়েই বাঙ্গালির কথা ও কার্য্যে ঐক্য হয় না। আজি যে বঙ্গবাসী স্নেহলতার আত্ম-বিসর্জ্জন দেখিয়া বরপণ নিবারণ-কল্পে এত উত্তেজিত হইয়াছেন, সভা সমিতি করিতেছেন, উচ্চ কণ্ঠে বক্তৃতা দিতেছেন, বরপণ-নিবৃত্তি-প্রতিজ্ঞাপত্রে নিজ নাম স্বাক্ষর করিতেছেন, স্নেহলতার চিত্র সযত্নে রক্ষা করিতেছেন, স্নেহলতার স্মৃতি-ভাণ্ডারে অর্থ সাহায্য করিতেছেন, কালি যে তিনি ঘটনাচক্রে পড়িয়া, "অবস্থার দাস" সাজিয়া নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা অথবা পুত্রের বিবাহের সময়ে কোন্ পন্থা অব-লম্বন করিবেন, তাহা সেই সর্ব্বান্তর্যামী ভগবানই বলিতে পারেন। আমরা এই-মাত্র জানি যে, মঙ্গলময় বিধাতার রাজ্যে অমঙ্গলাচরণ চিরদিন স্থায়ী হইতে পারে

না। কালি হউক, পরশ্ব হউক, এই কু-প্রথা দূর হইবেই হইবে। অতএব সেই শুভ দিনের শুভাগমনের সহায়তা করা সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য, স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য এবং সকলের উপরে ভগবানের প্রতি কর্ত্তব্য। অর্থলোভাদি কু-প্রবৃত্তির প্ররোচনায় যিনি এই কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইবেন, তিনি মনুষ্যনামের অযোগ্য। বিদ্যা বুদ্ধি ধন মান অথবা ক্ষমতায় তিনি যতই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হউন না কেন, প্রকৃত পক্ষে তিনি মঙ্গলের বিঘ্নস্বরূপ, তিনি অতিশয় কৃপাপাত্র।

আমাদের এই প্রবন্ধ লিখিত হইলে আমরা সঞ্জিবনীপাঠে অবগত হইলাম যে, নিভাননী* নাম্নী আর একটী পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকা বিগত ১৯শে ফাল্গুন "বরপণ"-অত্যাচারে স্নেহলতার পথানুসরণ করিয়াছে; সেও অগ্নিস্থানলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া ইহ জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে! হায় রে! এ দেশের যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত! যাঁহারা প্রকৃত দেশহিতৈষী, তাঁহারা এই সময়ে প্রাণপণে দেশের মঙ্গলের জন্য, বঙ্গকুমারীগণের রক্ষার্থ অগ্রসর হউন। ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া কর্ত্তব্যপালনে ব্রতী হউন।

প্রবন্ধের উপসংহারে আমরা একটী আনন্দের সংবাদ দিতেছি। বামাবোধিনীর অন্যতম লেখিকা শ্রদ্ধেয়া অম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্তা বরপণ-নিবারণ-কল্পে একান্ত যত্নবতী হইয়াছেন। বঙ্গভূমির সকল মহিলাগণেরই তাঁহার পথানুসরণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

শিশুজীবন ও কিণ্ডার গার্ডেন।

নীতিজ্ঞানের পুষ্টিসাধন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

জননী শিশুকে যত্ন করিবেন, পালন করিবেন, শাসন ও সুখী করিবেন। তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞানের সঙ্গে প্রকৃত শিক্ষার যোগ হইলে তিনি উহা না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবেন না। শিশু এই রূপে লালিত ও পালিত হইলে তাহার মনে একটু একটু করিয়া প্রেমের অঙ্কুর প্রকাশ পায়। শিশু কোন আশ্চর্য্য বা অদৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্রব্য দেখিয়া যদি আশ্চর্য্য হইয়া ভয়ে কাঁদিয়া উঠে, মা তাহাকে বুকে টানিয়া লন ও গল্প বলিয়া তাহাকে

* বর্ত্তমান বর্ষের ২৮শে ফাল্গুনের সঞ্জীবনীতে নিভাননীর কাহিনী দ্রষ্টব্য। উক্ত সংবাদপত্রে স্নেহলতার অভিযোক্তি স্বরূপ একখানি হৃদয়-বিদারক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। বারান্তরে তাহা বামাবোধিনীতে উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা রহিল।

অন্যমনস্ক করেন, সে তৎক্ষণাৎ শান্ত হয়। আবার যখন ঐ জিনিষ তার সম্মুখে আসে, মাতা হাত বাড়াইয়া শিশুকে কোলে করেন। এবারে সে হাসিয়া মার বুকে যায়। তার মনে আর শঙ্কা নাই, সে সহাস্যে জননীর সব কথায় উত্তর দেয়। এইরূপে উহার মনে বিশ্বাসের অঙ্কুর গজায়। শিশু কাঁদিলে বা ডাকিলে মা তাহার শয্যাপার্শ্বে যাইয়া উপস্থিত হন, ক্ষুধা পাইলে তিনি তাহাকে খাদ্য দেন, তৃষ্ণা পাইলে পানীয় দেন, মাতার পায়ের শব্দ পাইলে শিশু স্থির হয়, মাকে দেখিবামাত্র সে হস্ত বাড়াইয়া তাঁহার দিকে যায়। মার বুকে শুইয়া হাসি ও আনন্দে শিশুর চোক ও মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সে সন্তুষ্ট হয়। মা ও শিশুর সন্তোষের কারণ একই, সে জন্য সে উহাকেও মনে মনে ধন্যবাদ দেয়। এইরূপে প্রেম, বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতার অঙ্কুর ক্রমে বাড়িতে থাকে। শিশু মার পায়ের শব্দ বুঝে, তাঁর ছায়াকে চেনে, সে মার মত যাকে দেখে, তাকেই ভাল বাসে। যে জীব দেখিতে তার মার মত, সে অবশ্যই উত্তম, এই ধারণা তার মনে দৃঢ়রূপে বসিয়া যায়। সে মাকে দেখিয়া হাসে ও মার মত অন্য আকার অর্থাৎ মানুষ দেখিয়াও হাসে। মার কাছে যে প্রেমের পাত্র, শিশুরও সে প্রেমের পাত্র। এইরূপে আত্মীয়-প্রেমের অঙ্কুর, ক্রমে মানব-প্রেমের অঙ্কুর শিশুর অন্তরে প্রকাশ পায় ও বাড়িতে থাকে।

এই প্রকারে ধৈর্য্য, বাধ্যতা, কর্ত্তব্য-জ্ঞান, সদসদ্‌জ্ঞান, জননীর সঙ্গে আলাপ হইতেই শিশুর মনে প্রথম পুষ্টি-লাভ করে। এই প্রেমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নীতিজ্ঞানের অনুরাগ প্রথম শিশুর আত্মায় প্রবেশ করে, পিতামাতার প্রতি প্রেম বশতঃ শিশু তাঁহাদের বাধ্য হয়। বাপ মা যদি শিশুকে তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোন কাজ করিতে উত্তেজিত বা নিষেধ করেন, সে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাদের কথা শুনিয়া চলিবে। কেননা পিতামাতার প্রতি তার এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, তাঁহাদের আজ্ঞা তার কাছে অলঙ্ঘনীয়। উহা শিশুর নৈতিক বাধ্যতা, উহাতে ভয় বা কোন দাসত্বের চিহ্ন নাই। শিশু যাঁহাদের প্রতি প্রেম, বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতাময়, কেবল তাঁহাদের কাছেই সে ঐরূপ বাধ্য। ছেলের ঐরূপ বাধ্যতা কেবল নিজেদের নয়, অন্যান্য লোকের প্রতিও অভ্যাস করিতে শিখান পিতামাতার কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ঐ কোমল হৃদয়ে অজ্ঞাত-ভাবে সমস্ত মানবজাতির প্রতি প্রেমের বীজ রোপিত হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া যে সে লোকের অন্যায় খামখেয়ালি কথায় বা আজ্ঞায় শিশু কখন বিশ্বাস বা বশ্যতা দেখাইবে না, কেবল সতর্কতা, যথার্থ আগ্রহ ও দৃঢ়তা দ্বারাই বালকবালিকা-দিগের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বশ্যতা পাওয়া যায়।

ক্রমে তাহার হৃদয় প্রশস্ত হইলে চারিদিকস্থ লোকের প্রতি তাহার প্রেম

ধাবিত হইতে থাকে, সেই কারণে জননী যেন কখন শিশুর সম্মুখে পরের নিন্দা বা মন্দ কথা বলিয়া ঐ বিকশিত হৃদয়কে অপ্রশস্ত না করেন। অন্য দিকে শিশুর সম্মুখে তার নিজের প্রশংসা করাও ভাল নয়, উহা সর্ব্বদা শুনিলে সে আত্মম্ভরী হইয়া উঠে ও অন্যান্য লোকদিগকে ভালবাসার পরিবর্ত্তে ঘৃণার চক্ষে দেখে। শিশুর প্রশ্নে বা তার সঙ্গে কথাবার্ত্তার কালে সর্ব্বদা এইটা বড় ভাল জিনিষ, ওটা অতি চমৎকার, এ কাজটা অত্যন্ত বুদ্ধির কাজ, ওটা অতি উত্তমরূপে করা হইয়াছে —ইত্যাদি কথার দ্বারা মাতা তার মনে যত ভাল লোক, ভাল দ্রব্য ও ভাল কর্ম্মের প্রতি আসক্তি জন্মাইয়া দিবেন। ঐরূপ করিলে সে আপনা হইতেই সৎলোকের নিকট যাইবে, এবং তাহাকে যে প্রেম দেখান হইয়াছে, সেই ভালবাসা সেও তার যত বন্ধু, সঙ্গী ও ক্রীড়ার সহচরদিগকে দিতে শিখিবে।

ঐরূপে শিক্ষিত বালকেরা বড় হইয়া সংসারে অন্যান্য বালকদের অবাধ্যতা, নিষ্ঠুরতা ও কলহপ্রিয়তা দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়, আর মনেও ভাবিতে পারে না যে, একই মানুষ প্রকৃত শিক্ষার অভাবে বিভিন্ন প্রকৃতি হইয়া থাকে। কিন্তু অশিক্ষিত বালকদের দ্বারা তাহাদের আর কোন অপকার হইবার ভয় থাকে না। শিশুকালেই তাহাদের চরিত্র গঠিত হইয়াছে, তাদের হৃদয় কোমল ও স্নেহময় হইয়া দিন দিন উল্লাসের সঙ্গে চারিদিকস্থ সৎ লোকের দিকে ছুটিতে থাকে। তাহাদের সামাজিক নীতিজ্ঞান এইরূপে কর্ষিত হইয়াছে যে, এখন বিনা ভয়ে তাহাদের নিজে নিজেকেই আত্মনির্ভরতার পুষ্টিসাধনের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে।

বালকবালিকাদিগকে বড় লোকদিগের কথা বার্ত্তা, পরচর্চ্চা ও কলহ প্রভৃতি হইতে রক্ষা করিতে হইলে তাহাদিগকে একটা স্বতন্ত্র ঘর দেওয়া উচিত। কেননা, পিতামাতা ও অন্যান্য লোকেরা দিনরাত শিশুদিগের কথা স্মরণ করিয়া কথা বার্ত্তা কহিতে অপারক। সেই কারণে অধিকাংশ সময়, বিশেষতঃ পিতামাতা যখন অন্য লোকদিগের সঙ্গে আলাপাদি করেন, সেই সময় শিশুদিগকে একটা ভিন্ন ঘরে বা অন্য স্থানে রাখিয়া তাহাদিগকে সেখানে যা তাহারা ভাল বাসে তাহাই করিতে দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। শিশুদিগের কাঠের খেলনা ভিন্ন আর কোন বস্তুর প্রয়োজন নাই।

তৃতীয় প্রস্তাব।

ক্রমে মানবজাতির প্রতি ভালবাসা হইতে শিশুকে জীবন্ত পশু পক্ষীর প্রতি ভালবাসা শিখাইতে হইবে। ক্ষুদ্র বড় যত প্রাণী আছে, এমন কি বৃক্ষ ও তৃণ লতাকেও শিশু যেন যত্ন করিয়া চলিতে শিখে। ঐ সকল চেতনাচেতন জীবের প্রতি মাতার শ্রদ্ধা ও যত্ন দেখিয়াই শিশুও তাহাদের প্রতি স্নেহশীল ও শ্রদ্ধাবান্ হইবে। আপনারা কোন জীব জন্তু

প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিবেন না, আর শিশুও অজ্ঞতা প্রযুক্ত কোন প্রাণীকে কষ্ট দিলে, "আহা! ওর বড় লাগে" বলিয়া শিশুকে উহা হইতে নিবৃত্ত করিবেন। তাহা হইলে তাহার কোমল হৃদয় গলিয়া যাইবে, আর সে ভবিষ্যতে কখনও ওরূপ করিবে না। শিশুর সম্মুখে পশুপক্ষীদিগকে খাইতে দিন, আর তাহাদিগকে দেখান যে, তাহারা কত আনন্দের সহিত ও কত শীঘ্র উহা খাইয়া ফেলে। শিশু উহা দেখিয়া নিজেও আনন্দিত হইবে ও পশুপক্ষীকে খাইতে দিবে। তাহাদিগকে আরো বলুন, পাখীদের মা-বাপেরা কেমন নিজে না খাইয়া খাদ্য মুখে করিয়া শাবকদের জন্য বাসায় লইয়া যায়, কত স্নেহের সহিত তাহারা শাবকদিগকে খাওয়ায়, তাহাদিগকে উড়িতে ও গান গাহিতে শিখায়। এইরূপে পাখীদিগের সঙ্গে যদি শিশুদের বন্ধুত্ব জন্মে, তাহা হইলে আর কখনও তাহারা পশুপক্ষীকে কষ্ট দিবে না।

(ক্রমশঃ)

ভুল ভাঙ্গা।

বড় সাধ করিয়া কাশীনাথ মিত্র বড় ঘরে পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। ধনীর দুহিতা তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহে আসিয়া গৃহ উজ্জ্বল করিবেন, এই আশার কুহকে ভুলিয়া মিত্র মহাশয় অন্যান্য সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ, তিনি জানিতেন, মেয়েটী সুন্দরী এবং শিক্ষিতা, মণি কাঞ্চনের একত্র সমাবেশ। সুতরাং মিত্র মহাশয় এমন সুন্দর প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

কাশীনাথ পল্লীনিবাসী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, অত্যন্ত নিরীহ এবং সরল প্রকৃতির লোক। তিনি ধনবান্ না হইলেও নিতান্ত নিঃস্ব নহেন। ক্ষেতের ধান, বাগানের তরকারী, পুকুরের মাছ, গৃহপালিত গাভীর দুগ্ধ তাঁহার সংসারকে শান্তি, সুখ ও স্বাস্থ্য প্রদান করিত। কাশীনাথের দু'টী পুত্র, দু'টী কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র অমরনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে এম্. এ. ক্লাসে পড়ে। কনিষ্ঠ কুমারনাথ এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়ে। কন্যা দুইটীর মধ্যে জ্যেষ্ঠা সুরবালা বিবাহিতা হইয়া শ্বশুরালয়ে আছে। কনিষ্ঠা উষাবালার আজিও বিবাহ হয় নাই। একাদশবর্ষীয়া লাবণ্যময়ী কুমারী, নগেন্দ্রনন্দিনী গৌরীর ন্যায়, পিতৃগৃহ আলোকিত করিয়া শোভা পাইতেছিল। চলিত কথায় আছে, "যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানে শান্তি"। কাশীনাথের সংসার তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল। তিনি নিজে কখন কোন অধর্ম্মের কার্য্য করিতেন না। তাঁহার সুশীলা সহধর্ম্মিণী সর্ব্বাংশে তাঁহার উপযুক্ত পত্নী। তাঁহাদের পুত্রকন্যাগণও পিতা মাতার উন্নত চরিত্রের অনুকরণ করিয়াছিল। এমন সংসারে দুঃখ, ক্লেশ, অশান্তি

থাকিতে পারে না। মিত্র মহাশয়ের কোন কষ্টই ছিল না। পরম শান্তিতে তাঁহার সুখের দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু লীলাময়ের লীলা কে বুঝিবে? সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুখ, নিরবচ্ছিন্ন শান্তি, বুঝি সংসারে কোথাও নাই। মিত্র মহাশয়ের সুখের সংসারে সম্প্রতি অশান্তির ছায়া পড়িতেছিল। বড় আশা করিয়া মিত্র মহাশয় অমরের বিবাহ দিয়াছিলেন। পুত্র, কন্যা ও বধূ লইয়া মানবজন্মের প্রধান সাধ পূর্ণ করিবেন, শেষ জীবন পরম সুখে অতিবাহিত হইবে, কাশীনাথের হৃদয়ে এই বাসনা প্রবল হইয়াছিল। তিনি অনেক দেখিয়া শুনিয়া, কলিকতার কোন ধনীর সুন্দরী দুহিতাকে পুত্রবধূরূপে বরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! তাঁহার আশা আকাশকুসুমের মত কেবল আশাতেই পরিসমাপ্ত হইল। সহরনিবাসী ধনবানের কন্যা তাঁহার পল্লীভবনে পদার্পণ করিলেন না।

দুই বৎসর হইল অমরের বিবাহ হইয়াছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে নিভাময়ী একবারও স্বামীর ভবনে আগমন করেন নাই। তাঁহার মনের মধ্যে কি ভাব ছিল, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু তাঁহার পিতা মাতা যে তাঁহাদের আদরের মেয়েটিকে দূর পল্লীগ্রামে পাঠাইতে অসম্মত ছিলেন, তাহা আমরা বিশেষরূপে অবগত আছি। বলিতে ভুলিয়াছি, কাশীনাথের বাসভবন ইষ্টকনির্ম্মিত ছিল না। উহা মৃণ্ময় প্রাচীরে বেষ্টিত, তিন চারি খানা তৃণাচ্ছাদিত ঘর ছিল। যে ঘরে অমরনাথের শৈশবে বাস ছিল এবং যথায় তাহার শৈশবের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়াছিল, সেই মাটির ঘরে অমরনাথের শ্বশুর তাঁহার প্রিয়তমা দুহিতাকে পাঠাইতে কোন ক্রমে সম্মত হইলেন না।

কাশীনাথ অনেক বার পুত্রবধূকে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতি বারেই বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার মনে দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল। আর অমর এই ব্যাপারে নিতান্ত ক্ষুব্ধ, দুঃখিত ও ব্যথিত হইয়াছিল। সে সঙ্কল্প করিল, যে ব্যক্তি তাহার পিতাকে পুনঃপুনঃ অপদস্থ করিতেছে, তাহার কন্যাকে স্বেচ্ছায় স্বগৃহে আনিবে না। কলেজ বন্ধ হইলে সেই বার সে বাটী আসিয়া তাহার মাতার নিকটে আপন সংকল্পের কথা জানাইল। মাতা বলিলেন;—

"বাবা! তা'ও কি কখনও হয়? ঘরের বৌকে আনবে না? যাকনা কিছু দিন। শেষে বেয়াই নিজেই পাঠিয়ে দিবেন।"

ছুটী ফুরাইলে অমর কলিকাতায় চলিয়া গেল। যাইবার সময় মাতাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া গেল, তাহার শ্বশুরকে যেন কোন চিঠি পত্র লেখা না হয়।

কাশীনাথ পুত্রবধূকে আনিবার জন্য কয়েকবার লোক পাঠাইয়াছিলেন, তাহারা বার বার অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া

আসিয়াছিল। মিত্রগৃহিণী অবসর বুঝিয়া একদিন স্বামীকে বলিলেন "দেখ, বৌমা এখন সেয়ানা হ'য়েছেন, আর বাপের বাড়ী রাখা ভাল দেখায় না, তুমি একবার নিজে কলিকাতায় যাও, তুমি গেলে বেয়াই আর আপত্তি কর্‌তে পার্‌বেন না"। সরলচিত্ত কাশীনাথ ভাবিয়া দেখিলেন এ যুক্তি মন্দ নয়। তিনি পত্নীর কথায় দ্বিরুক্তি করিলেন না। পঞ্জিকায় শুভ দিন দেখিয়া, একমাত্র ভৃত্য সমভিব্যাহারে তিনি এক দিন কলিকাতা যাত্রা করিলেন। উদ্দেশ্য আপাততঃ গোপন রহিল।

অমরনাথ কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়ে। হ্যারিসন রোডে তাহার বাসা। বাসায় সে একাকী থাকিত না। আরও সাত আটটি যুবক সেখানে থাকিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িত। অমরের সহিত সকলেরই সৌহার্দ্দ ছিল। তাহার সহপাঠীদিগের মধ্যে অজিতকুমার নামে একটী যুবকের সঙ্গে তাহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। অজিতকুমার কলিকাতা-নিবাসী কোন প্রসিদ্ধ ধনীর সন্তান। কিন্তু বড় লোকের ছেলে বলিয়া তাহার কিছুমাত্র গর্ব্ব ছিল না। সে বড় বিনয়ী এবং মিষ্টভাষী। অমরকে সে সহোদরের মত ভাল বাসিত। অমরও তাহার গুণে একান্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল।

অজিতকুমারের আজও বিবাহ হয় নাই। তাহার পিতা অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে তাহার বিবাহের চেষ্টা করিতেছিলেন, নানা স্থান হইতে সম্বন্ধও আসিতেছিল, কিন্তু অজিত পাঠ্যাবস্থায় বিবাহ করিবে না সংকল্প করিয়াছিল। তাহার পিতামাতার বিশেষ চেষ্টা ও আগ্রহ সত্ত্বেও সে সংকল্পচ্যুত হয় নাই।

এইখানে একটু পূর্ব্বের কথা বলা আবশ্যক। অজিতকুমারের এইরূপ ব্রহ্মচর্য্যের কিছু গোপনীয় কারণ ছিল, তাহা অন্য কেহ না জানিলেও আমরা জানি। অজিত একবার ছুটীর সময় অমরের সহিত তাহাদের পল্লীগ্রামের বাটীতে বেড়াইতে গিয়াছিল। সেইখানে লাবণ্যময়ী বালিকা উষাকে দেখিয়া অজিতকুমার মুগ্ধ হইয়াছিল। অজিত আরও বুঝিয়াছিল, নবমবর্ষীয়া কুমারীর বাহ্য সৌন্দর্য্য অপেক্ষা অন্তঃসৌন্দর্য্য আরও মনোহর। কিসে কি হইল জানি না, কিন্তু সরলপ্রাণ যুবক সেই দিন হইতে মনের শান্তি হারাইল। কেহই কিছু জানিল না, এমন কি অমরনাথ পর্য্যন্ত ইহার বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারিল না। অজিত যথাসাধ্য যত্নে হৃদয়ের এই নবীন ভাবটী গোপন রাখিতে সচেষ্ট ছিল। কিন্তু অগ্নি যেমন ভস্মাবৃত থাকিয়া ধিকি ধিকি জ্বলিতে থাকে, অজিতের হৃদয়ের সেইরূপ ভাবটীও অন্তরে অন্তরে তাঁহাকে সেইরূপে দগ্ধ করিতেছিল।

সে আজ দুই বৎসরের কথা। সে বার অজিতের বি, এ, দিবার বৎসর। অজিত ও অমর এক ক্লাসেই পড়িত। বুদ্ধিমান্ ও মেধাবী ছাত্র বলিয়া সকলেই তাহাদের প্রশংসা করিত। অমর অপেক্ষা অজিত

সমধিক মেধাবী ছিল। সকলেই আশা করিয়াছিল, অজিতকুমার পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিবে। যথা-সময়ে পরীক্ষার ফল বাহির হইল, সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইল, অমরনাথ পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছে। আরও বিস্ময়ের কারণ, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে অজিত-কুমারের নাম নাই! বড়ই দুঃখের বিষয়, অজিত পর বৎসরও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিল না।

অজিতের পিতা, পুত্রের এই অসম্ভব অকৃতকার্য্যতায় নিতান্ত বিস্মিত হইয়া কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। অজিত পিতামাতাকে বুঝাইল, তাহার মাথায় অসুখ জন্মিয়াছে, সেজন্য ভাল করিয়া পড়া হইতেছে না। পুত্রের মাথার অসুখের কথা শুনিয়া, পিতামাতা অতি-শয় ব্যস্ত হইয়া তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হইলেন। নানা প্রকার তৈল, ঘৃত, আসব ইত্যাদির ব্যবস্থা হইল। অবশেষে তিনি অজিতকে পড়া ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুমতি করিলেন। অজিত পড়া ছাড়িতে কোন মতেই সম্মত হইল না। পিতামাতার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে অগত্যা বলিল "আর একটী বার চেষ্টা করিয়া দেখি, যদি এবারেও ফেল্ হই, পড়া ছাড়িয়া দিব।"

অজিতের পিতা মাতা অজিতের মাথার অসুখের জন্য যে সমস্ত তৈল, ঘৃতাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, অজিত মনে মনে একটু হাসিয়া সে সমস্ত ড্রেনের ভিতরে নিক্ষেপ করিত। প্রকৃত বিষয় কেহই জানিতে পারিল না।

৩

একদিন সন্ধ্যার পরে অমর ও অজিত একটি ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছিল। অমর বলিল, "ভাই অজিত! আমি তোমাকে সহোদরের মত ভাল বাসি, তুমিও আমাকে সেইরূপ মনে কর। আজ আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব, ঠিক্ বল্‌বে ত?"

অজিত, অমরের মুখের দিকে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "এমন কি কথা ভাই!—যার জন্য এত আড়ম্বর করা হ'চ্ছে? কবে তোমার কাছে কোন্ কথা গোপন করেছি।"

অমর বলিল, "আজ ৫।৬ বৎসর তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব। আমাদের পরস্পরের মনের ভাব পরস্পরের নিকটে অজ্ঞাত নাই। ভাই! আজ দুই তিন বৎসর থেকে তোমার ভাবান্তর লক্ষ্য কর্‌ছি। এতদিন আমি ততটা মনোযোগ করি নাই। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, তুমি দিন দিনই কেমন হ'য়ে যাচ্ছ? তোমার পূর্ব্বের সে লাবণ্য নাই, শরীর শীর্ণ। সদাই যেন অন্যমনস্ক। তুমি মাথার অসুখ ব'লে আমাকে ভুলাতে চেষ্টা ক'রো না। আমি যদি তোমাকে ভালরূপ না জান্‌তাম, তবে যা তা ব'লে ভুলাতে পার্‌তে। কিন্তু অজিত! আমি তোমার হৃদয়ের পরিচয় যতদূর জানি, বোধ হয় তোমার পিতা মাতাও ততদূর জানেন না।

পড়ার প্রতি তোমার যে এত অনুরাগ ছিল, সে সব কোথায় গেল? আমি বিশেষ-রূপে লক্ষ্য ক'রে দেখেছি, তুমি কেবল পুস্তকের পাতা উল্টাইয়া যাও, তোমার মন তখন কোথায় থাকে কে জানে? এতে তুমি ফেল্ হবে না তো কি হবে? সে দিন ছেলেরা সার্কাস দেখ্‌তে গেল, তোমাকে এত ডাক্‌লে, মাথা ধরার ভাণ ক'রে তুমি শুয়ে রইলে। তুমি কি কর দেখ্‌বার জন্য আমি ছেলেদের সঙ্গে না গিয়া গোপনে বাসায় রহিলাম। লুকিয়ে থেকে দেখিলাম, তুমি দুই হাতে মুখ ঢেকে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন আছ। দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলাম। একটু পরে যখন মুখের হাত সরালে, তখন দেখ্‌লাম, চোখের জলে তোমার গণ্ডস্থল ভেসে যাচ্ছে। এর কারণ কি ভাই? তোমার মনে কি একটা নূতন চিন্তা হ'য়েছে, আমায় বল্‌বে না?"

অজিত নীরবে অমরের কথা শুনিতে-ছিল। অমর এতগুলি কথা বলিল, অজিত একটীরও প্রতিবাদ না করিয়া নীরবে রহিল। অমরের কথা শেষ হইলেও সে কোন উত্তর দিল না। কিন্তু অমর দেখিল, তাহার মুখের ভাব নিতান্ত বিষন্ন, এবং নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ। অমর সস্নেহে অজিতকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, "চিন্তা কি ভাই! আমি তোমার বন্ধু, তোমার ভ্রাতা। তোমার মনে কি দুঃখ হয়েছে আমায় বল।"

এইবার অজিত কথা কহিল। বলিল,— "অমর! আজ আমায় ক্ষমা কর, ভাই! অভাগার দুঃখকাহিনী তোমাকে বই আর কা'কে বল্‌ব? কিন্তু আজ নয়, আর এক দিন বল্‌ব। এখন আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করো না, ভাই!—"

অমর কি বলিতে যাইতেছিল। এমন সময়ে বাহির হইতে কে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল। অমরনাথ চমকিয়া উঠিল। কারণ সে অকস্মাৎ পিতার উপস্থিতি কল্পনা করিতে পারে নাই। আবার শব্দ হইল, "অমর! অমরনাথ!"—

চির-পরিচিত স্নেহময় স্বর শুনিয়া অমর-নাথ ব্যগ্র হইয়া বাহিরে আসিল। অজিত-কুমার তাহার অনুসরণ করিল।

(ক্রমশঃ)

৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজে প্রদত্ত উপদেশ।

যিশুখৃষ্ট যখন ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে রত হইয়াছেন, তখন তিনি কোন্ দিন কোথায় থাকেন, কি আহার করেন, কাহার সঙ্গে কোন্ স্থানে ফেরেন, কাহার নিকট কোন্ কথা বলেন, কিছুই ঠিক্ নাই, যেন ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির মত ঘুরিয়া

বেড়াইতেছেন। একদিন একাকী পদব্রজে জুডিয়া হইতে ৩০।৪০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী গালিলি প্রদেশে চলিয়াছেন, পথে সামেরিয়া নামে একটী প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। বেলা দ্বিপ্রহর হইয়াছে, তখন ঐ প্রদেশের সিখার নামক নগরে উপনীত। ক্লান্ত হইয়া এক কূপের ধারে বসিলেন, ইহার নাম জেকবের কূপ। কথিত আছে, প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবিশ্বাসী আব্রাহামের পৌত্র জেকব ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই স্থানে এক সামেরীয় স্ত্রীলোক জল লইবার জন্য সেই সময় উপস্থিত হইলেন। এই স্ত্রীলোকটীর সহিত যিশুর ব্রহ্মজ্ঞানের অতি অপূর্ব্ব কথা হইল। যিশু প্রথমে তাহাকে বলিলেন, তুমি কূপ হইতে যে জল লইতে আসিয়াছ, ইহা পান করিলে আবার তৃষ্ণা পায়, কিন্তু আমি তোমাকে এমন জল দিতে পারি যে তাহা পান করিলে আর কখনও তৃষ্ণা হইবে না। স্ত্রীলোকটী তাঁহার কথায় অবাক্। কথায় কথায় ঈশ্বরোপাসনার প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল। স্ত্রীলোকটীবলিলেন—

Our fathers worshipped in the mountain and ye say that Jerusalem is the place where men ought to worship.

আমাদের পিতৃপুরুষেরা পর্ব্বতে ঈশ্বরের পূজা করিয়াছেন, কিন্তু তোমরা (অর্থাৎ ইহুদীগণ) বল যে জারুজালমই একমাত্র স্থান—যেখানে লোকে আসিয়া ঈশ্বরের পূজা করিবে।

Jesus saith unto her, woman believe me, the hour cometh, when ye shall neither in this mountain nor at Jerusalem worship the Father.

যিশু বলিলেন, রমণি, ! আমার কথায় বিশ্বাস কর, এমন সময় আসিতেছে যখন সেই পরম পিতাকে তোমরা আর এই পর্ব্বতেও পূজা করিবে না, জারুজালমেও পূজা করিবে না।

তিনি আরও বলিতে লাগিলেন—

Ye worship ye know not what, we know what we worship.

But the hour cometh and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship Him.

God is spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth.

তোমরা কাহাকে পূজা কর, তোমরা জান না, আমরা যাঁহার পূজা করি, আমরা জানি।

কিন্তু সময় আসিতেছে এবং এখনই আসিয়াছে যখন প্রকৃত উপাসকেরা সেই পরম পিতাকে আধ্যাত্মিকভাবে ও সত্যভাবে পূজা করিবে, কারণ পিতার বড় ইচ্ছা এইরূপ ব্যক্তিরাই তাঁহার পূজা করে।

ঈশ্বর প্রাণস্বরূপ এবং যাহারা তাঁহাকে

পূজা করে, তাহাদিগকে প্রাণযোগে ও সত্যভাবে তাঁহার পূজা করিতে হইবে। বর্ণিত আছে, ইহার পরে স্ত্রীলোকটী জলের কলস ফেলিয়া নগরে বলিতে গেল যে, একজন আশ্চর্য্য লোক আশ্চর্য্য ধর্ম্মের কথা প্রকাশ করিতেছেন।

সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের পূজাতত্ত্ব এই কয়েকটী কথার ভিতরে কেমন সুন্দররূপে নিহিত রহিয়াছে! স্ত্রীলোকটীর পূজার জ্ঞান কি এবং যিশুর পূজার জ্ঞান কি, তুলনা করিলে কি মর্ত্ত্য ও স্বর্গের প্রভেদ দেখা যায় না? সামেরীয়েরা জড়োপাসক ছিল, একটী পর্ব্বতে তাহাদের দেবতার মূর্ত্তি করিয়া সেখানে বাহ্য উপচার ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য প্রভৃতি দিয়া তাহার পূজা করিত। ইহুদীদিগের মতে জারুজালেম তাহাদের পবিত্র তীর্থস্থান, তথায় ঈশ্বর-পূজার মন্দির আছে, তথায় উপাসনার বিধি, ইহাই বা কেমন বিধি, স্ত্রীলোকটী যিশুকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু যিশু জারুজালেমের সে পূজাও প্রকৃষ্ট পূজা বলিয়া স্বীকার করিলেন না। তিনি বলিলেন সময় আসিতেছে যখন পর্ব্বতে ও জড়ভাবে ঈশ্বরের পূজা হইবে না, ইহুদীদের পুণ্য তীর্থ জারুজালেমেও তাঁহার পূজা আবদ্ধ থাকিবে না। তবে কোথায় কি ভাবে তাঁহার পূজা হইবে? ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, চেতন আত্মা, তাঁহার প্রকৃত উপাসকেরা স্থাননির্ব্বিশেষে সচেতনে, সত্যভাবে ও আধ্যাত্মিক ভাবে তাঁহার উপাসনা করিবে। পরমেশ্বর এইরূপ উপাসনাতেই পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। যিশুখৃষ্ট স্বয়ং এই উপাসনায় দীক্ষিত, সুতরাং তিনি বলিলেন, এই প্রকৃত উপাসনার সময় আসিতেছে কেবল নয়, কিন্তু সে সময় আসিয়াছে।

এই আখ্যায়িকাটীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে আমরা পাঁচটী আলোচ্য বিষয় দেখিতে পাই।

(১) ঈশ্বকে না জানিয়া পূজা করা—"তোমরা জান না তোমরা কাহাকে পূজা কর"।

(২) ঈশ্বরকে জানিয়া পূজা করা—"আমরা জানি আমরা কাহাকে পূজা করি।"

(৩) ঈশ্বরকে সত্যভাবে পূজা করা, মিথ্যাভাবে নয়।

(৪) ঈশ্বরকে আত্মা দ্বারা আধ্যাত্মিক ভাবে পূজা করা।

(৫) প্রকৃত উপাসক দ্বারা তাঁহার পূজা সুসম্পন্ন হয়, ঈশ্বর ইহা দেখিতে চান।

(৬) সামান্য স্ত্রীলোকের নিকট ব্রহ্ম-জ্ঞান প্রচার এবং তাহাতে তাঁহার দিব্য জ্ঞান হয়।

১। না জানিয়া ঈশ্বরকে পূজা করা। ঈশ্বরের পূজা মানবের পক্ষে স্বাভাবিক। এমন দেশ নাই, মহা অসভ্য, নিতান্ত বর্ব্বর এমন জাতি নাই, যাহার মধ্যে ঈশ্বরের পূজা কোন না কোনও প্রকারে হইতেছে। কিন্তু ঈশ্বর কি বস্তু, তাহা বুঝিয়া কি সকলে তাঁহার পূজা করিতেছে? কেহ

জড়বস্তু, কেহ বৃক্ষ, কেহ বা হস্তগঠিত বা মনঃকল্পিত মূর্ত্তিকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিতেছে। যিনি অজড়, অশরীরী, জন্ম-মৃত্যু-রহিত, নিত্য, সত্য, সনাতন, মানব তাঁহাতে জড়ত্ব, শরীর-ধর্ম্ম, বিকার, পরিবর্ত্তন, মৃত্যু, ভ্রম, প্রমাদ দুর্ব্বলতা ও অপবিত্র ভাব আরোপ করিতেছে।

২। ঈশ্বরকে জানিয়া পূজা করা।

প্রাচীন ঋগ্বেদে উক্ত আছে—

ন তং বিদথ য ইমা জজানান্যৎ
যুষ্মাকমন্তরং বভূব।
নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যাসুতৃপ
উক্থ শাসশ্চরন্তি॥

হে মানবগণ! তাঁহাকে জানিলে না, যিনি এই বিশ্বভুবন উৎপন্ন করিয়াছেন। অজ্ঞানতারূপ নীহারে আবৃত হইয়া, বৃথা কল্পনাতে প্রবৃত্ত হইয়া, ইন্দ্রিয়সুখে বিমোহিত হইয়া, যাগযজ্ঞ বাহ্য আড়ম্বরে সময় অতিবাহিত করিয়া যখন পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিতেছ, তখন তাঁহাকে কি প্রকারে জানিবে?

ঈশ্বর অনন্তস্বরূপ, তাঁহাকে কেহ জানিয়া শেষ করিতে পারে না, কিন্তু তিনি দেশ কালে পরিচ্ছিন্ন পরিমিত কোন বস্তু নন, তিনি এক অনাদি, অনন্ত, অখণ্ড, পরিপূর্ণ, সচ্চিদানন্দ, পরমপুরুষ, পরমাত্মা। এই যে তাঁহার জ্ঞান ইহাই সত্যজ্ঞান, কেন না সকল দিব্যজ্ঞানপ্রাপ্ত সাধকেরা তাঁহার এই স্বরূপ জানিয়াছেন। ঈশা যেমন বলিতেছেন, আমরা যাঁহাকে পূজা করি, তাঁহাকে জানি। প্রাচীন ঋষি দিব্য জ্ঞানে উজ্জ্বল হইয়া মুক্তপ্রাণে বলিতেছেন—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

হে দিব্যধামবাসি অমৃতের পুত্রগণ শ্রবণ কর, আমি অজ্ঞানান্ধকারের পরপারস্থ পরমজ্যোতি এই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি। তাঁহাকে জানিয়াই জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করে, অমৃত লাভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

আমাদের পূজ্যপাদ মহর্ষি বর্ত্তমান যুগে বলিয়াছেন—"এই অন্তর্যামী অমৃত পুরুষ সকলের আত্মাতে সংস্পৃষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, বাহিরে হস্ত দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করা যায় না, কিন্তু অন্তরে আত্মা দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারি। ভাইরে! ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুমাত্র নশ্বর, অবিনাশী ঈশ্বর নহে। ঈশ্বর কেবল আত্মার গ্রাহ্য প্রাণের দ্বারা বেদ্য।

৩। ঈশ্বরকে মিথ্যাভাবে পূজা করা।

পূজা করাই বা কি? যে পূজা করে সে যদি পূজা করে—সমুদায় মনঃপ্রাণের সহিত পূজা না করে, সেও মিথ্যাভাবে। তদ্ভিন্ন কল্পনা দ্বারা তাঁহার পূজা করাও মিথ্যা ভাবে পূজা করা। যাঁহার রূপ নাই, তাঁহার রূপের কল্পনা করা, যাঁর তুলনাস্থল আর দ্বিতীয় নাই, নিজে নিজের তুলনা, তাঁহার প্রতিমা নির্ম্মাণ করা, এও মিথ্যা।

এই আখ্যায়িকা হইতে কয়েকটী আলোচ্য বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায় :—

(১) ঈশ্বরকে না জানিয়া পূজা করা—তোমরা জান না তোমরা কাহাকে পূজা কর।

(২) ঈশ্বরকে জানিয়া পূজা করা—আমরা জানি আমরা কাহার পূজা করি।

(৩) ঈশ্বর প্রাণস্বরূপ, প্রাণযোগে ও সত্যভাবে তাঁহার পূজা করা।

(৪) ঈশ্বর তাঁহার প্রকৃত উপাসক-দিগকে অন্বেষণ করিয়া থাকেন।

১। ঈশ্বর-পূজা সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে হইয়া থাকে। কিন্তু অজ্ঞানতা প্রযুক্ত মনুষ্য জড়, উদ্ভিদ্, পশু, পক্ষী ও মানব এই সকল সৃষ্ট বস্তুকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে। ঈশ্বরে জন্ম, মৃত্যু, রোগ, শোক, ভ্রম, প্রমাদ, ও দুর্ব্বলতা প্রভৃতি মানবীয় ধর্ম্ম আরোপ করে। তাঁহার ক্রোধশান্তি বা প্রসন্নতা সাধনের জন্য কত মিথ্যা চেষ্টা করে এবং দেশে ও কালে তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন করে।

গীতায় আছে—

অব্যক্তং ব্যক্তিসম্পন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মথোত্তমং॥

অল্পবুদ্ধি মানবগণ আমার নিত্য সর্ব্বোত্তম পরম স্বরূপ না জানিয়া মায়াতীত আমাকে ব্যক্তিসম্পন্ন, অর্থাৎ মৎস্য, কূর্ম্ম ভাবপ্রাপ্ত মনে করে।

যো বা এতদেবাক্ষরং পার্থাবিদিত্বা জুহোতি—

অজ্ঞান লোকের পূজার উদ্দেশ্য ও ফল কামনা ঈশ্বর প্রাপ্তি নয়। এই জন্য জ্ঞান হইলে তাহাদিগকে ব্যাসদেবের মত ক্ষমা চাহিতে হয়—রূপং রূপবিবর্জিতস্য ভবতো।

২। ঈশ্বরকে বিশ্বাসীরা জানিয়াছেন। প্রাচীন ঋষির উক্তি—শৃণ্বন্তু বিশ্বে—।

৩। ঈশ্বর প্রাণস্বরূপ, প্রাণযোগে ও স্বভাবে তাঁহার পূজা।

প্রাণের পূজা প্রাণমন্দিরে, আত্মা তাহার আসন, আত্মচৈতন্য তাহার দীপ, আত্মার প্রীতি তাহার পুষ্পাঞ্জলি, রিপুবলি তাহার আত্মসমর্পণ। সত্যভাবে পূজায় কল্পনা নাই, সে পূজায় দেবতার সঙ্গে আত্মায় আত্মায় মিলন।

৪। ঈশ্বরপ্রেম তাঁর মানবাত্মার সৃষ্টির উদ্দেশ্য, প্রেমের লীলা করা আর কাহারও দ্বারা হয় না, কেবল ভক্ত দ্বারা। প্রত্যেকের প্রাণে তিনি একা বসিয়া আছেন, তাঁহার সঙ্গে যার মিলন হয় সো মনুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইস চ্যান্সেলার—বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার মাননীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কার্য্যকাল শেষ হওয়ায়, ২৮শে মার্চ্চ কনভোকেশনের পর হইতে তৎস্থানে ডাক্তার দেব প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়

নূতন ভাইস চ্যান্সেলায় নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা আশা করি আশু বাবুর ন্যায় ইঁহার কার্য্যকালেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

বরদারাজ্যের নূতন দেওয়ান—বরোদা রাজ্যের দেওয়ান মিঃ বি, এল, গুপ্ত সি, এস, আই, মহোদয়, নূতন দেওয়ান মিঃ পিঃ মাধব রাও, সি, আই, ই, মহাশয়কে কার্য্যভার বুঝাইয়া দিয়া মহারাজা গাইকবাড়ের সহিত ইউরোপ যাত্রা করিবেন।

সেবিংস ব্যাঙ্কে নূতন নিয়ম—আগামী ১লা এপ্রেল হইতে পোষ্ট আফিস সংক্রান্ত সেবিংস ব্যাঙ্কের নূতন নিয়ম প্রচলিত হইবে। বৎসরে ৫০০ পাঁচ শত টাকার পরিবর্ত্তে ৭৫০ সাত শত পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত নূতন আমানত এবং মোট ২০০০৲ দুই সহস্র টাকার পরিবর্ত্তে ৫০০০ পাঁচ সহস্র টাকা পর্য্যন্ত জমা করা যাইবে। অপ্রাপ্তবয়স্কদিগের জন্য ১০০০৲ টাকার অধিক জমা রাখা যাইবে না।

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার—আগামী বৎসরে স্ত্রীশিক্ষার জন্য ২,৪৪০০০ টাকা ব্যয় করা হইবে। তন্মধ্যে ৩২,৪৩৫ টাকা ইনস্পেকট্রেস নিয়োগ, ৫৮০০ শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত, ২১০০০ অতিরিক্ত বৃত্তি, ১১৭০০ অন্তঃপুর শিক্ষা, ২৫৪০০ হাই স্কুল, ৩৬০০ প্রাইমারি স্কুল, ৬৭২০ সেলাই ও কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা, ১০০০০ মুসলমান বালিকাদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হইবে এবং ১৩১৪৫ টাকা মজুত থাকিবে। স্ত্রীশিক্ষা পর্য্যবেক্ষণের জন্য ৫জন নূতন আসিষ্টাণ্ট ইনেস্পেক্ট্রেস নিযুক্ত করা হইবে। তাঁহাদের একজন কলিকাতার জন্য ও এক জন অন্তঃপুরস্থ ও মুসলমান বালিকাদিগের শিক্ষাকার্য্য পরিদর্শনের জন্য নিযুক্ত হইবেন। ইনস্পেকট্রেসদিগের বাসস্থান, তাঁহাদের ভ্রমণব্যয় ও সঙ্গের লোকের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইবে।

লেডী হার্ডিঞ্জের স্বদেশযাত্রা—লেডী হার্ডিঞ্জ মহোদয়া ২১শে মার্চ্চ "ম্যাসিডোনিয়া" নামক জাহাজে স্বদেশযাত্রা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার নির্ব্বিঘ্নে গৃহে প্রতিগমন কামনা করি।

শারীরিক শক্তি প্রদর্শন—আগামী বর্ষে ইউরোপের বার্লিন নগরে জগতের সমস্ত জাতির শারীরিক শক্তির পরীক্ষা হইবে।

লেডী হার্ডিঞ্জের ন্যায় বিচার—সম্মাননীয়া লেডী হার্ডিঞ্জের চেষ্টায় "স্ত্রীলোকদিগের মেডিকেল সার্ব্বিস" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, কেহ কেহ ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ড স্কটলণ্ড ও আয়ার্লণ্ডের মেডিকেল কলেজ হইতে যাঁহারা পরীক্ষোত্তীর্ণ হন নাই, তাঁহারা ঐ কর্ম্ম পাইবেন না। কিন্তু লেডী হার্ডিঞ্জ মহোদয়া এই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে সকল মহিলা এল্, এম, এস, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহারাও ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ভারতবর্ষীয় বালিকার সম্মানের

সহিত কৃতকার্য্যতা—ডাক্তার ইউ, ব্যানর্জ্জির কন্যা কুমারী উমা ব্যানর্জ্জি অনারে ফ্রেঞ্চ এবং গণিতে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উচ্চ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণা হইয়াছেন।

ডাক ও তার বিভাগ—বর্ত্তমান সময়ে ডাক ও তার বিভাগের কার্য্য স্বতন্ত্র ভাবে চলিতেছে। ১লা এপ্রেল হইতে ডাক ও তার বিভাগের কার্য্য একত্র হইবে।

বীর কুমারী—কুমারী তারা বাই এর জন্মস্থান রাজপুতানার অন্তর্গত বন্দাকুই। ৬ বৎসর বয়সের সময় সে তাহার ভগ্নী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সহিত রাজপুতানা ত্যাগ করিয়া বরদায় গমন করে এবং সেইখানেই বসবাস করিতে আরম্ভ করে। তারা বাই উরুতের উপর প্রকাণ্ড পাথর রাখিয়া তাহা ভাঙ্গিতে পারে। তাহার বুকের উপর দিয়া বোঝাই গাড়ী চলিয়া গেলেও তাহার কোন ক্লেশ হয় না। সে মাথার চুলের সহিত বোঝাই গাড়ী বাঁধিয়া তাহা টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। যদি খুব বড় বোঝাই গাড়ীর অগ্রভাগে সুতীক্ষ্ণ বর্শা বাঁধিয়া দেওয়া হয়, তারা বাই বর্শার অগ্রভাগে কপাল লাগাইয়া গাড়ী ঠেলিয়া লইয়া যায়। তারা বাই শারীরিক বলের এইরূপ অনেক পরিচয় প্রদান করিতেছে।

নিভাননীর আত্মবিসর্জ্জন।

বেদবিধি গেছে ভারত ছাড়িয়া
নাহি ভারতের সমাজবন্ধন,
ধর্ম্মকর্ম্ম লোপ ভারত জুড়িয়া
শাস্ত্র-আজ্ঞা কেহ করে না পালন।
স্বেচ্ছাচারী সবে পাশ্চাত্য শিক্ষায়
পাশ্চাত্যের ভাবে সবাই বিভোর,
পশ্চাতে কি হবে না ভাবিয়া তায়
স্বধর্ম্মের ভাব করিয়াছে দূর।
শাস্ত্র আন্দোলন ভারতে যেমন
ছিল বেদ বিধি ষড় দরশন,
কোথাও তেমন নাহিক ছিল।
ভারতের রীতি ভারতের কথা
পালিত সকলে এই ছিল প্রথা,
ভারতবাসীই যে আদর্শ ছিল।
সেই ভারতের গিয়াছে সকল
সমাজের দোষে জ্বালায়ে অনল
করিছে বালিকা মরণ সরণ
না জানি আর কত দেখিতে হবে।
সামাজিক ব্যাধি বর-পণ-দায়
তাহ'তে উদ্ধারি তার বাপ মায়
জ্বালায়ে অনল আপনার গায়
গেল স্নেহলতা অমরার কোলে।
বিবাহের পরে শ্বশুর শাশুড়ী
দানান্তে দক্ষিণা আরো দাবি করি
দিয়েছিল বধূ বৈবাহিক বাড়ী
মরিল মুরলা আগুন (হ) জেলে।

আবারও সেদিন আগুন ধরায়ে,
মরে নিভাননী বর্ষীয়সী মেয়ে,
উঠিল কি রোগ সংক্রামক হয়ে
বাঙ্গালী কুমারী হ'বে কি শেষ ?
হে অন্ধ সমাজ বলি হে তোমারে,
এই যে আগুনে বালিকারা মরে
তাহারে দেখিয়া হৃদয়ভিতরে
হয়েছে কি কোন ব্যথা মমতার ?
এখনও সময় থাকিতে থাকিতে
প্রতীকার-পন্থা করহ ত্বরিতে
নতুবা জেন হে দেখিতেং দেখিতে
কত অগ্নি জিহ্বা হইবে বিস্তার।
ওহে বর-পিতা আত্মীয়-স্বজন
কেন মোহে সবে হইয়া মগন
অর্থগ্রাহী হ'য়ে বলিকা-জীবন
বধিয়া লভিছ পরম কৌতুক ?
ছাড়ি ছার অর্থলালসা প্রবল,
নির্ব্বাপিত কর উদ্দীপ্ত অনল,
হিন্দুশাস্ত্র-বিধি মানিয়া কেবল
"পঞ্চ হরিতকী" লহরে যৌতুক।
আছে হিন্দুশাস্ত্রে অতি সুবিধান
পঞ্চ হরিতকী দিয়া কন্যাদান
মানিয়া সে বিধি রাখরে সম্মান
কলঙ্কের কালী মুছিয়া ফেল।
যাহাদের কার্য্যে নারীহত্যা হয়,
এ পাপের ভাগী তারাই নিশ্চয়,
এ পাপের ফলে না জানি কি হয়,
বাঙ্গালা বুঝি ডুবিয়ে গেল।

৫

আগুনে পুড়িয়া মরা
নহে গো নূতন,
এ দৃষ্টান্ত এ দেশের
অতি পুরাতন ;
এ জাতির কত নারী
রক্ষিতে আপন,
আগুনে দিয়াছে ঢালি
সাধের জীবন।
তাহ'তে গৌরব বেশী
থাকিয়া কুমারী,
দেখাও পুরুষগণে
বাঙ্গালার নারী।
নারী বিনা পুরুষের
চলে না সংসার,
দুর্ব্বহ সংসার তার
দুঃখের আগার।
হেন নারী প্রতি ঘৃণা
অর্থের কারণ
অর্থগ্রাহী জনে তারা
করে না গ্রহণ।
আত্মহত্যা অপমৃত্যু
শাস্ত্রে মহাপাপ
এ কর্ম্মের ফল শেষে
হতে পারে তাপ।
অতএব হেন কর্ম্ম
কর পরিহার
আত্মহত্যা মহাপাপ
করিও না আর।
চির-কুমারীর ব্রত
করিয়া গ্রহণ
দেখাও পুরুষগণে
অবলা কেমন।

শ্রীমতী ষোড়শী বালা।

বঙ্গের প্রাচীন কবি ও লেখকগণ।

আজ আমরা বঙ্গের প্রাচীন কবিগণের জীবনী যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা পাঠক পাঠিকাগণের করকমলে উপহারস্বরূপ প্রদান করিতেছি। পূর্ব্বে আমাদের দেশে সংস্কৃত, হিন্দি, আরবী, পারসী প্রভৃতি ভাষা ব্যবহার হইত এবং বঙ্গীয় কবিগণ তাহা কবিতার সঙ্গে ব্যবহার করিতেন। এখন যেরূপ ইংরাজী ভাষার প্রচলন হইয়াছে এবং কবিতা, গল্প ইত্যাদিতে ইংরাজী কথা ব্যবহার করা হয়, তখন সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন রাজার সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার কথা ব্যবহার প্রচলন ছিল। এক্ষণে আমরা যে কবিদের জীবনী সংগ্রহ করিয়াছি,তাহার মধ্যে (১ম) ঈশান নাগর, (২য়) ব্রজমোহন, (৩য়) বিষ্ণুচন্দ্র, (৪র্থ) নীলরতন হালদার, (৫ম) রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও শ্যামাচরণ দ্বিজ এবং (৬ষ্ঠ) মোনহর দাস, রামনারায়ণ ঘোষ ও যাদবেন্দু বৈরাগী প্রভৃতি কয় জনের মাত্র জীবনী সংগৃহীত হইয়াছে।

ঈশান নাগর।

ইনি ১৪১৫ শকে জন্ম গ্রহণ করেন। ঈশানের বয়স যখন পঞ্চ বৎসর, তখন অদ্বৈত প্রভু তাহাকে মন্ত্রদান করেন। ইনি একজন কবি বলিয়া খ্যাত। ৭০ বৎসর বয়সের উর্দ্ধেও ইনি "শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ" নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে লাউড় ধামে তিনি ইহা সমাপ্ত করেন, অতএব সম্ভবতঃ ঐ লাউড় ধামই গ্রন্থকারের বাসস্থান হইবে। আমরা তাঁহার বিরচিত কবিতাটী উদ্ধৃত করিলাম।

"চৌদ্দ শত নবতি শকাব্দ পরিমাণে।
লীলাগ্রন্থ সাঙ্গ কৈনু শ্রীলাউড়ধামে॥"

ঢাকা উথাল নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ গোস্বামী মহাশয় বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া লাউড় হইতে হস্তালিখিত পুঁথি সংগ্রহ করেন ও বহুযত্নে সংশোধনানন্তর উক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। (এডুকেশন গেজেট ১৩০৫, জ্যৈষ্ঠ)

ব্রজমোহন রায়। (যাত্রাওয়ালা)

ব্রজমোহন রায়, হুগলী জেলার অন্তঃপাতী বলাগড় থানার অধীন চাঁদড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। রায় মহাশয় প্রথম পাঁচালীর দল গঠন করেন এবং প্রথম দিবস নদীয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমার অধীন নওপাড়া (নপাড়া) গ্রামে ৺ মাধব চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে গান করিয়া যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভ করেন। উহার পরই রায় মহাশয়ের ও তাঁহার পাঁচালীর দলের যথেষ্ট পসার ও প্রতিপত্তি হয়।

চিরদিন সমান যায় না, কালক্রমে ইঁহারই দলের লোকেরাই পৃথক্ হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র যাত্রা দল করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। এক সময়ে বঙ্গদেশে রায় মহাশয়ের

যাত্রার দলের সুনাম ছিল, তাঁহার রচিত পালার গান শুনিয়া লোকে শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিত। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর গোপীমোহন রায় মহাশয়ও একজন সুপ্রসিদ্ধ বাদক ছিলেন। রায় মহাশয়ের মৃত্যুর পর গোপীমোহন কিছু দিন রায় মহাশয়ের যাত্রার দল চালাইয়া ছিলেন, কিন্তু সুবিধা করিতে না পারিয়া পরিশেষে দল ছাড়িয়া দেন। বঙ্গবাসী তাঁহার রচিত পুঁথি ক্রয় করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী।

ইনি আদি ব্রাহ্মসমাজের একজন সুপ্রসিদ্ধ গায়ক ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পারিবারিক সঙ্গীতাধ্যাপক ছিলেন। বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ৮।৯ বৎসর হইল ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, আমরা শুধু তাঁহার নাম মাত্র স্মরণ রাখিয়াছি, তাহাও অধিক দিন পারিব কি না বলিতে পারি না। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়স ৯০ বৎসরের অধিক হইয়াছিল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় যেমন সুগায়ক, তেমনি ঋষিতুল্য ধীর, বিনয়ী ও সৌজন্যের আধার ছিলেন। মহর্ষির ভবনে ইঁহার যথেষ্ট আদর ও প্রতিপত্তি ছিল। সকলেই ইঁহাকে প্রকৃত গুরুতুল্য ভক্তি করিতেন। সুকবি রবীন্দ্র নাথ প্রভৃতি ইঁহার শিষ্য। চক্রবর্ত্তী মহাশয় যশোহর জেলায় কোন প্রসিদ্ধ গ্রামে সম্মানিত গ্রহবিপ্রকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার আদি নিবাস যশোহর জেলায় হইলেও, শিক্ষা, দীক্ষা এই কলিকাতা মহানগরীতে হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীত বিষয়ে বিষ্ণুচন্দ্রের অতিশয় আসক্তি ছিল এবং তাহারই ফলে কালে উক্ত বিদ্যায় কৃতিত্ব লাভ করিয়া তিনি চিরজীবন সঙ্গীতশাস্ত্রের আলাপনে অতিবাহিত করেন। যিনি এক বার বিষ্ণু চন্দ্রের পরমার্থবিষয়ক সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আদি নিবাস যশোহর জেলায় হইলেও তিনি বাল্যকাল হইতেই কলিকাতায় বাস করিতেন। সম্ভবতঃ কলিকাতায় তাঁহার পাঠারম্ভ হয়। তিনি এখনকার উচ্চ ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত না হইলেও বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। সঙ্গীতশাস্ত্রে সাফল্য লাভের পর তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের চেষ্টায় আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান গায়ক, ও তদীয় সুযোগ্য পুত্র হেমেন্দ্র নাথ ঠাকুরের উদ্যোগে তাঁহাদিগের পারিবারিক সঙ্গীতশিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়া শেষ বয়স পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। এই সময়ে চক্রবর্ত্তী মহাশয় দর্জ্জিপাড়ার নিজ বিভবন ভবনে বাস করিতেন। যথাকালে বিষ্ণু চন্দ্র নিজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন এবং ঠাকুরবাটী হইতে মাসহারা প্রাপ্ত হইয়া তদীয় নাগরিক ভবন হইতে দূরে হালিসহর কুমারহট্টের গঙ্গাতীরস্থ ভবনে কয়েক বৎসর বাস করেন। বিষ্ণু চন্দ্রের সন্তান সন্ততি কিছুই হয় নাই। কুমারহট্ট

ভবনে তদীয় শ্যালকের সন্তান সন্ততি লইয়া স্ত্রী-পুরুষে কয়েক বৎসর পরম সুখে অতিবাহিত করেন। এই সময় তাঁহার শিষ্য-মণ্ডলী মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়া যাইতেন। কয়েক বৎসর হইল বিষ্ণুচন্দ্র নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অমর ধামে চলিয়া গিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি, চক্রবর্ত্তী মহাশয় পরমার্থ বিষয়ে অনেকগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা সে গুলি সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। ১৩১৪ সালের ফাল্গুন মাসে, ষষ্টিতম বৎসরের উর্দ্ধ বয়সে বিষ্ণুচন্দ্রের পত্নী বামাসুন্দরী দেবীও ইহ-লোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

নীলরতন্ হালদার।

ইনি "কবিতা রত্নাকর" নামক এক-খানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইংরাজী ১৮৩০ সালে শ্রীরামপুর হইতে এই গ্রন্থের ২য় সংস্করণ বাহির হয়। গ্রন্থে ২০৩টী মূল সংস্কৃত প্রবাদবাক্য এবং তাহাদের ইংরাজী ও বাঙ্গালা অনুবাদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। আমরা গ্রন্থের ভূমিকা হইতে গ্রন্থকারের ভাষা ও লিখনপ্রণালীর কিঞ্চিৎ নমুনা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"নিরন্তর হৃদন্তর পুরন্দরাদি বৃন্দারক বৃন্দ বন্দিত প্রসিদ্ধ সিদ্ধ শুদ্ধান্তঃকরণ বিরাজিত সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়ক স্মরণ পরাণ হইয়া কবিবাক্যরসাস্বাদনে রসজ্ঞ অথচ গুণগ্রাম ধাম গুণজ্ঞ বিজ্ঞ মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন। এতদ্দেশে বিশিষ্ট শিষ্টানু-শিষ্ট লোকের সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িকমতে সাধুভাষায় কথোপকথন এবং বক্তব্য সভা শোভা ভব্য করণার্থ সংস্কৃত শ্লোকের উদাহরণপরম্পরা সিদ্ধ প্রথা আছে কিন্তু সংক্ষিপ্তসার মতে অনেক প্রাচীন কবিতা অবিকল কথিত না হইয়া তন্মধ্যে দ্বিপাদ কিম্বা একপাদ মহাজন গৃহীত ও সর্ব্বত্র চলিত হওনে তত্তৎ শ্লোকের সম্পূর্ণাসম্পূর্ণ ভগ্নপাদ ও অচলবৎ অচল হইয়াছে প্রস্তাব প্রসঙ্গ উপস্থিতকালে অবিকল সকলে কহিতে সমর্থ হয় না পণ্ডিতের অগোচর কি যে হেতুক বহুকাল ঐ সকল প্রচলিত পদের একাদশ সর্ব্বসাধারণে ব্যবহার হওনে তত্তৎ কবিতার পূর্ব্বদেশ অনুদ্দেশ এবং তাহার উদ্দেশ ও নির্দ্দেশ কেহ আলস্য করিয়া করেন নাই।'

পাঠকগণ! দেখিবেন উদ্ধৃত অংশ মধ্যে কোনও স্থানে ছেদ বা বিরামাদির চিহ্ন কিছুই নাই। এই পুস্তকে গ্রন্থকারের জীবনী প্রভৃতি কিছুই নাই।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

ইনি শিবায়ন ও সত্যনারায়ণ গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি স্বীয় জন্মস্থান সম্বন্ধে এই রূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—

"পরে সত্যপীর বন্দি কহে দ্বিজরামে
সাকিম বরদাবাটী যদুপুর গ্রাম।"

রামেশ্বরী সত্যনারায়ণ।

আমরা তাঁহার লিখিত সত্যনারায়ণ সম্বন্ধে কয়েকটী বাঙ্গলা ও হিন্দী কবিতা দ্বারা তাঁহার কবিত্বের কিছু পরিচয় দিতে উৎসুক হইয়াছি। পাঠকগণ! তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

"জয় জয় সত্যপীর সনাতন দস্তগীর
দেবদেব জগতের নাথ।
কে জানে তোমার তত্ত্ব, তুমি ব্রহ্ম তুমি সত্ত্ব
তোমার চরণে প্রণিপাত।
সর্ব্বভূতে সর্ব্বময়, চারি চরাচরে কয়
চন্দ্রচূড় চিত্তে চিন্তামণি।
পূর্ব্বে হয়ে দশমূর্ত্তি, করিলে আপন কীর্ত্তি
সত্যপীর হইলে ইদানী।
ছয় দরশনে কয়, ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই নয়
অন্ত অন্ত ভিন্ন ভিন্ন নাম।
কলিতে যবন দুষ্ট, হিন্দুরে করিতে নষ্ট
দেখিয়া রহিম হইল রাম।"

হিন্দীর নমুনা—

"কপটে করুণাময় খিজে কন বাওয়া।
মুই তুকা ফকির হোর লাগে মোর দোওয়া।
তেঁই বাবা বক্তার ধর্ম্মা দেখা তুঝে,
মেক্রি ভুকা ফকির খেলাও কুচ মুঝে।"

পুস্তকের শেষাংশ—

"এমতি অপার তব মহিমাসাগর,
কি বলিতে জানি প্রভু আমি মূর্খ নর
আপনি করিলে নাথ আগম কীর্ত্তন।
ক্ষম অপরাধ দেহি চরণে শরণ।
গ্রন্থ সাঙ্গ হইল এবে বিরচিল রাম।
সবে হরিধ্বনি বল মজুরা সেলাম।"

শ্যামাচরণ দ্বিজ।

কবি শ্যামাচরণ নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ গোপাল ভাঁড়ের নানাবিধ কৌতুক সংগ্রহ করিয়া 'কৌতুক নিবাস' গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বঙ্গবাসী মধ্যকালের পদ্য সাহিত্য রক্ষণাবেক্ষণের চেষ্টা করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্য।

ইনি সত্যনারায়ণের ব্রতকথা রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন আর কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কি না, তাহার কোন সন্ধান আমাদের হস্তগত হয় নাই। এই গ্রন্থ বটতলা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা মুদ্রিত গ্রন্থের কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

নম সত্য নারায়ণ করিয়া বন্দন
ক্রমে ক্রমে বন্দিলাম সর্ব্বদেবগণ।
কলিযুগে নারায়ণ পূজার কারণ
অধিষ্ঠান হইলেন পৃথিবী ভুবন।
দরিদ্র ব্রাহ্মণ এক ছিল মথুরায়।
না জানে সুখের লেশ দুঃখে কাল যায়।
এক দিন সেই দ্বিজ ভ্রমিয়া নগর
কিছু না পাইয়া ভিক্ষা হইল কাতর।
বৃক্ষতলে বসিলেন বিরস বদনে
কতক্ষণ কান্দিলেন দুঃখ ভাবি মনে।
দয়ালু হইয়া মনে সত্যনারায়ণ
ফকিরের বেঁশেতে দিলেন দরশন।"

মনোহর দাস।

ইনি "অনুরাগ বল্লী" নামক বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ অমৃতবাজার পত্রিকা আফিস হইতে প্রচারিত হইয়াছে।

রামনারায়ণ ঘোষ।

কবি রামনারায়ণ পয়ার ছন্দে "নৈষধ কাব্য" রচনা করেন। রামনারায়ণের নলদময়ন্তী কোন কোন অংশে কাশীরামের নলদময়ন্তী অপেক্ষা অধিকতর পূর্ণাঈ প্রতিপন্ন হইয়াছে।

যাদবেন্দুদাস বৈরাগী।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী সমুদ্রগড় থানার অন্তর্গত পাঁচরকী গ্রামে বৈরাগী মহাশয় বাস করেন। বৈরাগী মহাশয় বাউল-সম্প্রদায়-ভুক্ত। ইনি যৌবনের প্রারম্ভেই বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইঁহার গুরুদেবের নাম কুবের চন্দ্র গোস্বামী। গুরুদেবের নাম চিরস্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে বৈরাগী মহাশয় ইঁহার প্রত্যেক গানে, অগ্রে গুরুদেবের নাম সংযোজিত করিয়া শেষে নিজ নামের ভনিতা দিয়াছেন। ইনি নিজে একজন সুগায়ক। প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমার পর শ্রীপাট বাঘনাপাড়ার মহোৎসবে ইনি শিষ্যবর্গাদি সমভিব্যাহারে বাঘনাপাড়ায় উপস্থিত থাকেন, তৎকালে শ্রীশ্রী৺বলরামদেবের মন্দিরে ইঁহার সঙ্গীত শ্রবণে সকল শ্রোতা মুগ্ধ হন। ইনি নানা বিষয়ক বহু সহস্র সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। ইঁহাকে যে ভাবের গান রচনা করিতে বলা যায়, ইনি সেই ভাবের সঙ্গীত রচনা করিতে সমর্থ। ইঁহার রচিত সঙ্গীতগুলি খাতাপত্রে সযত্নে রক্ষিত আছে। বর্ত্তমান সময়ে বৈরাগী মহাশয়ের বয়স পঞ্চাশের অধিক হইয়াছে। নিম্নে যাদবেন্দুর একটী সঙ্গীত প্রদত্ত হইল :—

বাউল সুর।

এসে ভবের হাটে ঘটেছে তোর বিষম ল্যাটা।
সঙ্গদোষে রঙ্গরসে হারিয়েছ রে পুঁজি পাটা।
পুঁজি দিবে গৌরহরি, করবে তুমি দোকানদারি,
যাবার আর নাইকো দেরী বেশ করে বুঝ সেটা,
বাজারে দিন বয়ে গেছে, কি আশা কর মিছে,
জগৎ অন্ধকার হ'য়েছে, শমন জুড়েছে খোটা।
গৌর কিছু দাও হে বলে, ভবের হাটে দোকান খুলে,
কথায় কিছু রত্ন মিলে, শোন বলি হাবাকাটা।
গোঁসাই কুবির বলছে ডেকে, জুয়োচোর যাদবেন্দুকে,
কেহই ভাল বলে না তোকে, দূর হাবাতে নাককাটা।

যাদবেন্দুর জামাতা—আনন্দ, হরলাল ও তীর্থদাস। হরলাল ঘোষও খঞ্জনীতে যাদবেন্দুর সঙ্গে সঙ্গীত করেন। আমরা যখন এই সকল বিষয় সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন ইনি জীবিত ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে আমরা তাঁহার সম্বন্ধে কোন সংবাদ জ্ঞাত নহি।

শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ।

৬ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী।

(১৫ বৎসর বয়সে লিখিত সংক্ষিপ্ত রোমরাজ্যের ইতিহাস।)

৪ অধ্যায়।

গালবা, ওথো, ভাইটীলিয়স, ভেস্পে-সিয়ান, টাইটস ও ডোমিসিয়ান।

১। নিরোর মৃত্যুর পর গালবা, ওথো, ভাইটিলিয়স ও ভেস্পেসিয়ান, এই চারি-জন সেনাপতি একাদিক্রমে রোমের সিংহাসন অধিকার করেন। গালবা রোমের এক প্রাচীন ও বিখ্যাতবংশীয় ছিলেন। ৭৩ বৎসর বয়সের সময় সেনেট-রেরা তাঁহাকে সম্রাটের পদে অভিষিক্ত করেন। কিন্তু ৭ মাস রাজত্ব করিয়াই তিনি হত হইলেন। ওথো এক্ষণে সম্রাট্ হইলেন। কিন্তু জার্ম্মনির সৈন্যেরা ভাইটী-লিয়াসকে সম্রাট্ মনোনীত করাতে মাল-টুয়ার নিকট এই দুই জনের মধ্যে এক সংগ্রাম হয়, তাহাতে ওথো ৭০ খৃষ্টাব্দে তিন মাস রাজত্বের পর পরাজিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

২। ভাইটীলিয়স ৮ মাস রাজত্ব করেন। কথিত আছে, নিরোর অনুকরণ করিয়া চলিবেন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল এবং তাঁহার ভাগ্যও নিরোর মত হইল। নিরোর রাজত্বসময়ে ভেস্পেসিয়ান যুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। তাহাতে জয়ী হওয়াতে তাঁহার সৈন্যেরা তাঁহাকে সম্রাট্ করিল।

৩। ভেস্পেসিয়ান নীচবংশোদ্ভূত বটে, কিন্তু তিনি এরূপ সদ্বিবেচনা ও দক্ষতার সহিত ১০ বৎসর রাজ্যশাসন করিলেন যে, সকলেই তাঁহার প্রতি প্রীত হইল। তিনি দয়ালুস্বভাব, সরল ও মিতব্যয়ী ছিলেন এবং প্রাচীন রীতি, প্রণালী ও সেনেটকে অতিশয় মান্য করিতেন। কিন্তু কিঞ্চিৎ অর্থগৃধ্নু, এই তাঁহার দোষ ছিল। তিনি অনেক দেশ-হিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন। ৭৯ খৃষ্টাব্দে ৬৯ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার রাজত্বকালেই তাঁহার পুত্র টাইটস, জেরুজেলম নগর আক্রমণ ও ধ্বংস করেন।

৪। টাইটস, অসাধারণ ধর্ম্মনিষ্ঠা, শিষ্টতা ও উদার স্বভাবের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি ন্যায়, সত্য, ও ধর্ম্মের আদর্শস্বরূপ হইয়া ২ বৎসর ২ মাস রাজ্যশাসন করেন। এক দিবস তিনি কোন সাধারণ হিতকর কার্য্য করিতে পারেন নাই বলিয়া খেদ করিয়াছিলেন যে, হায়! আমার অদ্যকার দিবস বৃথা গিয়াছে। তাঁহার সময়ে ৭৯ খৃঃ অব্দে ২৪ আগষ্ট ভিসুভিয়স্ পর্ব্বতের প্রসিদ্ধ ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাত হয়। তাহাতে জ্যেষ্ঠ প্লিনী হত হন এবং গলিত ধাতু দ্রব্যাদির স্রোতে হার্কুলেনিয়ম ও পম্পিয়াই নামে দুইটী নগর এককালে উৎখাত হইয়া যায়। ৮১ খ্রীষ্টাব্দে টাইটসের ভ্রাতা ডোমিসিয়ান

চল্লিশ বৎসর বয়সে সম্রাট্ হইলেন। তিনি অতি পাপিষ্ঠ ও অত্যাচারী ছিলেন। টাইটসের প্রাণহন্তা বলিয়া অনেকে তাঁহাকে সন্দেহ করেন। ইঁহার সময়ে জর্ম্মাণিতে বিদ্রোহ হয় এবং ৮৫ খৃষ্টাব্দে এগ্রিকোলা ব্রিটেনে জয়লাভ করেন। ডোমিসিয়ান ১৫ বৎসর রাজত্ব করেন এবং তন্মধ্যে কর-স্থাপনাদি নানা উপদ্রবে প্রজারা যৎপরোনাস্তি প্রপীড়িত হইয়াছিল। তাঁহার আপনার মহিষীই অন্যান্য ব্যক্তির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে হত্যা করেন। ইনিই দ্বাদশ সিজরের শেষ সিজর।

৫ম অধ্যায়।

নার্ভা, ট্রেজান, এড্রিয়ান, আণ্টোনাইন, পায়স, মার্কস অরিলিয়স, লুসিয়স ভেরস্ ও কমোডস।

১। ভেস্পিসিয়ান ও টাইটস ব্যতীত দুরাত্মা সম্রাটদিগের অত্যাচারে প্রায় ৮০ বৎসর পর্য্যন্ত রোম জর্জ্জরিত-কলেবর হইয়াছিল। একণে ধার্ম্মিক ভূপতিদিগের অভ্যুদয় হইতে লাগিল।

২। ডোমিসিয়ানের মৃত্যু হইলে সেনেটরেরা নার্ভাকে সম্রাট বলিয়া মনোনীত করিলেন। ইনি অষ্ট্রিয়ার অন্তঃপাতী নার্ণিয়া-নগরবাসী এবং নানা সদ্গুণে ভূষিত ছিলেন। তিনি ৭০ বৎসর বয়সে সিংহাসনারোহণপূর্ব্বক ১ বৎসর ৪ মাস শাসন করিয়া ৯৮ খৃষ্টাব্দে স্পেনদেশস্থ সিভিনীবাসী ট্রেজানকে আপনার উত্তরাধিকারী করিয়া যান।

৩। সম্রাটের যত গুণ থাকিতে হয়, তাহা ট্রেজানের ছিল। তিনি ডেসিয়ানদিগকে পরাভব করেন এবং পার্থিয়া, আর্ম্মেনিয়া, সাইবিরিয়া, কলকিস, আসিরিয়া, মেসোপটেমিয়া ও আরেবিয়া ফিলিক্স প্রভৃতি জয় করতঃ রোমরাজ্যের সীমা বহুদূর বিস্তৃত করেন। তিনি ধার্ম্মিক এবং দরিদ্রগণের বন্ধু ও আশ্রয়দাতা ছিলেন, এবং গুণ ও বিদ্যার যথেষ্ট সমাদর করিতেন। নিজে যৎসামান্য লোকের মত থাকিয়া মিতব্যয় দ্বারা রোমের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছিলেন। ১৯ বৎসর সুখে রাজত্ব করিবার পর ১১৮ খ্রীষ্টাব্দে ৬৩ বৎসর বয়সে তিনি লোকান্তর গমন করেন।

৪। ট্রেজানের খুল্লতাত ভ্রাতা এড্রিয়ান তৎপরে সম্রাট হইলেন। ইনি অতি ধর্ম্মপরায়ণ, বিদ্যোৎসাহী ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি ট্রেজানের বাহুবললব্ধ সমুদায় রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া রোমের সীমা পূর্ব্ববৎ রাখিলেন এবং স্বয়ং রাজ্যের সর্ব্বস্থানে গমন করতঃ প্রজাদিগের দুঃখ-হ্রাস ও সুখবৃদ্ধির উপায় করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক কোন সময়েই রোম তাঁহার রাজত্বের মত, শান্তি ও সুখে পূর্ণ হয় নাই। ইনি ব্রিটনদিগকে পিক্টজাতির উপদ্রব হইতে রক্ষা করিবার জন্য কার্লাইল হইতে নিউকাসল পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পরে ২০ বর্ষের অধিক রাজত্ব করিয়া ১৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ৬২ বৎসর বয়সে কলেবর পরিত্যাগ করেন।

৫। লাম্বুইডকের নিসমেস নগরে এণ্টোনাইন জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি গলজাতীয়, এক্ষণে আড্রিয়ানের উত্তরাধিকারী হইলেন। তিনি অতি প্রিয়দর্শন ও সাধু রাজা ছিলেন এবং অসামান্য ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য পায়স অর্থাৎ ধার্ম্মিক উপাধি পান। তিনি সহস্র সহস্র রাজ্য ও শত্রুর ধ্বংস করা অপেক্ষা একটী প্রজার প্রাণ রক্ষা করা অধিক প্রিয়তর জ্ঞান করিতেন। তিনি নিউমার মত ন্যায়, শান্তি ও ধর্ম্মপ্রিয় ছিলেন এবং ২৩ বৎসর রাজত্বের পর মার্কস অরিলিয়সকে উত্তরাধিকারী করিয়া ১৬১ খৃষ্টাব্দে ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

৬। মার্কস অরিলিয়স বিজ্ঞানশাস্ত্রবিৎ বলিয়া বিখ্যাত। তিনি পায়সের মত শান্তিপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু অসভ্যদিগের দমনের ও বিদ্রোহ নিবারণের জন্য তাঁহাকে অস্ত্রধারণ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার ভ্রাতা লুসিয়স ভেরস অতি দুর্বৃত্ত ও দুরাচার ছিল। অরিলিয়স তাহাকে আপন সিংহাসনের অংশ দিয়াছিলেন, কিন্তু ১৭১ খৃঃ অব্দে তাহার মৃত্যু হয়। মার্কস ১৯ বৎসর কাল প্রজাগণের উপর সুখশান্তি বিস্তার করিয়া ১৮০ খৃষ্টাব্দে ৫৯ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

৭। অতঃপর মার্কসের পুত্র কমোডস সম্রাট হইল। সে অতি হতভাগা, তাহার হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের লেশমাত্রও ছিল না। তাহার অত্যাচার দেখিয়া সেনেট ও রোমের অপর সাধারণ সকলেই তাহাকে ঘৃণা করিতে লাগিল। ইহাতে সে আত্মহত্যা করিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

উদ্দেশে।

১

আজ যে বিশ্ব বড় শ্যামল
কোমল কচি পর্ণে ভুলে,
নীলাম্বরের অঙ্গে অমল
দীপ্তি সোণার বর্ণ জিনে,
কোথা আছে ত্রিভুবনে
হেন কান্তি শান্তিভরা,
এই মাধুরী, এই সুষমা
এই নীলিমা ক্লান্তিহরা ?

২

তোমার সাধের আকাশ ফেলে
ফেলে শ্যামল দীপ্তি ছবি,
পরপারে কোথা গেলে
ওগো প্রিয়, ওগো কবি !
ঢাকা তোমার পক্ষপুটে,
ছিল দুটি শিশু ছানা,
উর্দ্ধে তবু গেলে ছুটে
শুনলে না ক তাদের মানা !
কোন্ নয়নের কোন্ অধরের
অশ্রুহাসির মধুরতা
ভুলিয়ে দিল স্নেহের ঘরের
এত কাতর আতুরতা !

৩

কাহার প্রেমের খনির সোণায়
স্বর্গে রে তোর হর্ম্ম্য গড়া?
যাহার তরে আঁধার কোণায়
ফেল্‌লি ঠেলে রম্য ধরা?
পুষ্পকুঞ্জে পাখীর ডাকে
জাগে আজি দুঃখ একা!
ভোরের তরুণ অরুণ রাগে
রক্তে ঝলে বক্ষে রেখা!

৪

রে মাধুরী! পরপারের,
প্রিয় সুধার নীলাম্বরে,
নব উষার কর-জালের
দীপ্তি ফোটা স্তরে স্তরে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বাতিঘর।

বিরাজে সিন্ধুর বক্ষে কলঙ্কের সম
পৃথ্বীর বিজয়-ধ্বজা ক্ষুদ্র গিরি এক,
কখন দুর্জ্জেয় কাল—চক্রী নিরুপম,
বিশ্ব-অগোচরে গেছে করি অভিষেক!
আস্ফালি সহস্র বাহু—গরজি ভীষণ—
ক্ষণে ক্ষণে আসে সিন্ধু গ্রাসিবারে তায়,
চূর্ণ সব অভিমান! চুম্বিয়া চরণ
ফেণ-পুঞ্জ-পুষ্পাঞ্জলি অর্পি ফিরে যায়!
কৌশলী মানব রচি' সেই শৈল শিরে
আলোকের গৃহ এক উচ্চ সপ্ততল,
বিপন্নে দেখায় পথ নিশীথ-তিমিরে
বিচিত্র তড়িৎ-দীপ জ্বালি' সমুজ্জ্বল!
নিঃসঙ্গ সে গৃহবাসী, নাহি পরিজন
দূর-প্রবাসের সাথী শান্তি-সুখাশ্রয়,—
কোথা প্রতিবেশী সেথা—মহানির্ব্বাসন—
কঠোর কর্ত্তব্যে শুধু মগন হৃদয়!
সে শুনেছে অনাদির মহান্ সঙ্গীত
নির্জ্জন সাগর-কূলে বসি সারাদিন,
সে পেয়েছে হইবারে আপনা বিস্মৃত
সৈকত-সমীর হেন বন্ধন-বিহীন!
কত দুর্য্যোগের রাতি—কত যে প্রলয়—
প্রশান্ত নির্ভীক চিত্তে কেটেছে সে একা,
তেমতি জ্বেলেছে আলো স্থির-জ্যোতির্ম্ময়
দিগন্তে উদ্ভাসি' শুধু আশ্বাসের রেখা!
অজ্ঞাতে বিশ্বের প্রীতি উঠেছে উচ্ছ্বসি'
প্রেমভরা কোন হৃদি মেগেছে কল্যাণ,—
জানে না সে তার তরে কোথা বাজে বাঁশী
কোথা ব্যাকুলিত কোন্ কোমল পরাণ!
এমনি আলোক-গৃহ—অধিবাসী তার—
সংসার-সমুদ্র মাঝে আছে কি কোথায়—
আমি চাই অন্বেষিয়া দেখি একবার
জীবন-তরণী মোর পথ-হারা হায়!

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

নূতন সংবাদ।

১। কুচবিহারের রাজমাতা মহারাণী সুনীতি দেবী পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কে মাসিক পত্র "মন্দারমালা" সম্পাদনের জন্য ও বেদ প্রচারের জন্য ১০০্ এক শত টাকা দান করিয়াছেন।

২। আমেরিকার সিকাগো নগরে স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা পুলিশ প্রহরীর কার্য্য অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইতেছে, এজন্য পুলিশের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তা ঐ কার্য্যে আরও ১২ জন স্ত্রীলোককে নিযুক্ত করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। এই আবেদন মঞ্জুর হইয়াছে।

৩। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয় নরনারীদিগের সাহায্যার্থ জন্য ৩,৬৩,৩৯৫ টাকা প্রেরিত হইয়াছে।

৪। স্যার বোকাম্প উক ভারতের প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি গোরাসৈন্যদিগকে জানাইয়াছেন যে, কেহ যদি শিকারের নিয়ম লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে তাহাকে আর শিকার করিতে অনুমতি দেওয়া হইবে না।

৫। বিহারে সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রচারের জন্য মজঃফরপুরে একটী সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। মজঃফরপুর কলেজে আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে শিক্ষা দানেরও সুবন্দোবস্ত থাকিবে।

৬। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অনেকগুলি নূতন কবিতা রচনা করিয়াছেন। তাহা গীতাঞ্জলী দ্বিতীয় ভাগ নামে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

৭। কর্পুরতলার মহারাজ ও মহারাণী শীঘ্রই ইয়ুরোপ-ভ্রমণে যাইবেন। ভরতপুরের মহারাজ মহারাণীও ইহাঁদের সঙ্গে যাইবেন এইরূপ শুনা যাইতেছে।

৮। ব্রসেল্স নগরে জনৈক বন্দুকওয়ালা এক নূতন বন্দুক আবিষ্কার করিয়াছেন। এই বন্দুক দ্বারা এক সেকেণ্ডে সাত বার গুলি ছোড়া যায়।

৯। আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, সুবিখ্যাত পুস্তক-বিক্রেতা শ্রীযুক্ত শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয় ১লা ফাল্গুন হঠাৎ হৃৎস্পন্দন বন্ধ হওয়াতে বেলা ৫টার সময় অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি ভক্তিভাজন মহাত্মা রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। শরৎবাবু বিনয় ও অমায়িকতায় সকলকার চিত্ত জয় করিয়াছিলেন। আমরা আশা করিয়াছিলাম, পিতার ন্যায় ইনিও দীর্ঘজীবী হইয়া দেশের কল্যাণ সাধন করিবেন। চারি বৎসর পূর্ব্বে আমরা যখন ইহার মধ্যমকন্যা প্রিয়তমার জীবনী প্রকাশ করিয়াছিলাম, হায়! তখন জানিতাম না যে, অচিরে শোকার্ত্ত পিতা প্রাণাধিক কন্যার সঙ্গে মিলিত হইয়া সকল শোকের শান্তি করিবেন।

শাস্তিদাতা পরম পিতা ইহাঁর অভাগিনী শোকসন্তপ্তা সহধর্ম্মিণী ও পিতৃহীন সন্তানগণের প্রাণে সান্ত্বনা দান করুন।

১০। চির যৌবন রক্ষার উপায়।

Rose water 2 oz

Tincture of Benzoin 1dr.

Flowers of oxzoin 2oz.

এই তিনটী একত্র মিশ্রিত করিয়া লইতে হইবে। সকালে ও সন্ধ্যায় স্পঞ্জ কিম্বা পাতলা নেকড়া দিয়া ঐ ঔষধ ভিজাইয়া মাখিলে এক সপ্তাহের মধ্যে যৌবনশ্রী ফিরিয়া পাওয়া যায় ও বর্ণ আশ্চর্য্যরূপ উজ্জ্বল হয়।

১১। সম্প্রতি হেমন্ত কুমারী দেবী "হিন্দু রমণীর কর্ত্তব্য" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া পাঁচ শত টাকা পুরস্কার পাইবেন বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। পুরস্কার প্রদাতার নাম শ্রীযুক্ত বাবু বালুদাস গোয়েঙ্কা বি, এ, নিবাস—কলিকাতা। এই প্রবন্ধে অবশ্য অনেক পুরুষদিগের সহিত সমকক্ষতা হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু পরিণামে রমণীরই জয় হইয়াছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে যখন এলাহাবাদে প্রদর্শনী হয়, তখন খইরিগড়ের মাননীয়া রাণী সুরত কুমারী মহোদয়া পাইয়োনিয়ার পত্রে ঘোষণা করেন যে, যিনি "প্রদর্শনী হইতে কি শিক্ষা হইল" এই বিষয়ে উত্তম প্রবন্ধ হিন্দি বা উর্দ্দুতে লিখিতে পারিবেন, তাঁহাকে ৫০০ (পাঁচ শত) টাকা পুরস্কার দিবেন। হেমন্ত কুমারীও এই সময় আপনার লেখনীর শক্তি পরীক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্পা হন। শেষে তাঁহার প্রবন্ধই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায় তিনি ৫০০ (পাঁচ শত টাকা) পুরস্কার দ্বারা সম্মানিতা হন। অতঃপর হরজ্ঞান সিংহ নামে জনৈক ব্যক্তি "আদর্শ পুরুষ রাম চন্দ্র" শীর্ষক প্রবন্ধের জন্য পঞ্চাশ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেন। ইহাতেও হেমন্ত কুমারীর স্থান সর্ব্বোচ্চ হয়। ইনি "বৈজ্ঞানিক খেতির" রচয়িত্রী। মর্য্যাদা প্রভৃতি হিন্দি উচ্চ মাসিক পত্রিকার ইনি এক জন লেখিকা। হিন্দি সাহিত্যে ইহাঁর নাম এত দূর পরিচিত যে "কোবিদ রত্নমালা" নামক পুস্তকে ইহার জীবনী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। হিন্দিভাষার ইতিহাসেও হেমন্ত কুমারীর নাম উল্লিখিত আছে। বঙ্গরমণীর পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে।

বামারচনা।

অভিলাষ

এ জীবন প্রহেলিকাময়
দুর্ভেদ্য প্রাচীরে আবরিত,

কল্পনায় হয় নানারূপ
রুদ্ধ দ্বার নহে উদ্ঘাটিত।

২

বাহিরের হেরি ব্যবহার
　　করে ঠিক্ যাহা যার মনে,
অন্তরের অন্তঃস্থল ওই
　　এ জগতে হেরে কয় জনে ?

৩

সুবিমল দর্পণের মত
　　হৃদি যদি হ'ত সবাকার,
এ ধরণী হ'ত সুখাগার
　　প্রেম পুণ্যে পূর্ণ অনিবার।

৪

যে যাহা ভাবুক মনে মনে
　　বাহিরের হেরি আচরণ,
আপনার লক্ষ্য রাখি, স্থির
　　সাধি নিতি সাধনা আপন।

৫

হোক্ সখা, হউক অরাতি,
　　লাভ ক্ষতি হউক যেমন,
সমাদরে তুষিব সবায়
　　যত দিন রহিবে জীবন।

৬

বসুধায় স্নেহ, দয়া, যশঃ
　　অথবা অবজ্ঞা অনাদর,
লব বরি' যা জুটে যখন
　　দেব-দান ভাবি নিরন্তর।

৭

ভবিতব্য ভাবি' আপনার
　　জন্মি মাত্র কাঁদিনু ধরায়,
শেষ দিনে ভবিষ্য স্মরিয়া,
　　হাসি-মুখে লইব বিদায়।

শ্রীহেমন্ত বালা দত্ত।

---

৩৭ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্তৃক ৩৯ নং অ্যান্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 608. April, 1914.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫১ বর্ষ। ৬০৮ সংখ্যা। { চৈত্র, ১৩২০। এপ্রেল, ১৯১৪। } ১০ম কল্প। ২য় ভাগ।

সহমৃতা।

(সত্যমূলক ঘটনা।)

(১)

গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন কাল প্রচণ্ড তপন,
বরষিছে অগ্নিকণা ঝলকে ঝলকে,
দ্রুত বেগে বহিতেছে উষ্ণ সমীরণ,
শ্বাসরোধ হইতেছে পলকে পলকে।

(২)

এক গৃহস্থের ঘরে এমন সময়
সর্ব্বনাশ উপস্থিত, গৃহকর্ত্তা যিনি
সর্ব্ব ত্যজি' লইলেন মৃত্যুর আশ্রয়,
পুত্রকন্যাগণ কাঁদি' ভিজাল অবনী।

(৩)

অশ্রুশূন্য নেত্রে আসি ভার্য্যা গন্ধেশ্বরী
মুক্তকেশে বসিলেন পতিপত্তদলে,
সীমন্ত সিন্দূর দ্বারা সুরঞ্জিত করি
অধর করিয়া রাঙ্গা সুগন্ধি তাম্বুলে।

(৪)

স্বহস্তে অলক্তরাগ করিয়া চরণে
পরিধান করি অঙ্গে অষ্ট অলঙ্কার
কজ্জলের রেখা টানি যুগল নয়নে
শরণ লইল আসি পতি দেবতার।

(৫)

ঘেরিয়া পিতার শব সন্তানমণ্ডলী
উত্থিত করিতেছিল করুণ ক্রন্দন।
জননীর নবভাব অত্যাশ্চর্য্য বলি'
হেরিতে লাগিল শোক হ'য়ে বিস্মরণ।

৬

জননী অনন্ত পুণ্য স্তূপের মতন
কহিলেন অতিশয় সুমধুর স্বরে—
"হ'ওনা সন্তানগণ বিস্ময়ে মগন,
জ্ঞানযোগে শোক দুঃখ দাও দূর করে।

৭

সহমৃতা হ'ব আমি স্বামীর সহিত
এই ধ্রুব সত্য আমি জানাই সবারে,
আয়োজন কর সবে হয়ে ত্বরান্বিত
পরিহরি শোক ভয় সরল অন্তরে।"

৮

সন্তানের আর্ত্তনাদে ছাইল গগন
শুনি এই শোকাবহ ভয়াবহ কথা।
স্বজন হইল দুঃখ-সাগরে মগন!
কন্যাগণ ভূমিতলে হইল পতিত।

৯

জ্যেষ্ঠ পুত্র বন্দি জননীর যুগপদ
কহিলেন জননীকে "এও কি সম্ভব" ?
কহিল জননী তুলি নেত্র কোকনদ
মানসে অপেক্ষ করি ঈশ্বরের স্তব—

১০

"হে পুত্র বলিব আজি অতি গুপ্ত কথা,
শুনিয়া হ'ওনা কেহ বিস্ময়ে মগন,
অঘটন ঘটান যে বিশ্ব-রচয়িতা
কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ইহা করিও স্মরণ।

১১

জাতিস্মরা* আমি, পূর্ব্ব জনমের কথা
এখন স্মরণ মম আছে হৃদিতলে;
শত জন্ম এই ভাবে হয়ে সহমৃতা
বার বার জনম নিতেছি ভূমিতলে।

১২

যখনি সন্তানগণ হয় বয়োধিক,
গৃহপূর্ণ করে আসি পুত্রবধূগণ
সুখলাভ করি আমি স্বর্গের অধিক
পুত্র পৌত্রগণ বক্ষে করিয়া ধারণ।

১৩

তখনি জনক তব, স্বামী যিনি মোর,
ত্যজেন নশ্বর দেহ, অতএব আর,
রহিতে পারিনা হয়ে সে দুখেতে ভোর
স্বামী সনে সহমৃতা হইবার বার।"

১৪

শুনি সে বিস্ময়াবহ অদ্ভুত ভারতী
কহিল সকলে হয়ে বিস্ময়ে মগন,
"দেখাও প্রমাণ কিছু সতি, গুণবতি!
শ্রোতাদের কৌতূহল হোক নিবারণ।"

১৫

গন্ধেশ্বরী কহিলেন বাম হস্ত তুলি',
"নববস্ত্র দ্বারা ইহা কর আচ্ছাদন
তাহার উপরে আনি ঘৃত দেহ ঢালি
সেই ঘৃতবস্ত্রে কর অনল অর্পণ"।

১৬

কন্যাগণ বধূগণ হয়ে একত্রিতা
এই কর্ম্ম সমাধান করিল কাঁদিয়া
জ্বলিতে লাগিল হস্ত—হয়ে প্রফুল্লিতা
স্থিরচিত্তা গন্ধেশ্বরী রহেন বসিয়া।

১৭

এই অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়া ঈক্ষণ
আনন্দ-আবেগ-নীরে মানবমণ্ডলী
মগ্ন হ'ল—প্রতিজনে করিল পূজন
সতীপদ, মাথে দিল সতী-পদ ধূলি।

১৮

সস্থানে করিল সবে চিতা আয়োজন
সতী গিয়ে পতিপার্শ্বে লইলেন স্থান।
জ্যেষ্ঠ পুত্র করিলেন অনল অর্পণ,
জ্বলিয়া উঠিল বেগে অগ্নি লেলিহান।

১৯

পতির শবের সনে সতীর শরীর
পুড়িয়া হইল ছাই, সকলে দেখিল
নড়িল না একবার কেশাগ্র সতীর
যন্ত্রণার রেখাশূন্য ললাটমণ্ডল।

অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্ত।

* যে পূর্ব্বজন্মের কথা বলিতে পারে তাহাকে জাতিস্মরা কহে।

৺ উমেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক খুলনা প্রকাশ্য সভায় প্রদত্ত উপদেশের সার মর্ম্ম।

THE AIM OF HUMAN LIFE.

১। জগৎ আকস্মিক নয়, এক বিধাতার অনন্ত জ্ঞান, শক্তি ও প্রেমের সৃষ্টি। জড়, উদ্ভিদ চেতন কিছুই নিরুদ্দেশে নয়।

২। মানুষ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জীব, তাহার জীবনের উদ্দেশ্য আছে। এ সম্বন্ধে ভ্রম মহানিষ্টের কারণ। স্থূলদর্শী সাধারণ মানবের মতে ইতর জীবের ন্যায় সুখ মানব জীবনের উদ্দেশ্য। এই সুখের জন্য ধন, মান, ভোগবিলাস সব। মানবজীবনের উদ্দেশ্য তদপেক্ষা উচ্চতর, মহত্তর, পবিত্রতর—ভোগে নয়, ত্যাগে। অর্থাদি পদরজোপম কুক্কুরের উচ্ছিষ্টসম—ত্যাগেতেই দেবজীবন।

৩। প্রাচীনকালের চতুরাশ্রম—ধর্ম্ম উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত।

৪। মানবজীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে হইলে মানবপ্রকৃতি ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিতে হইবে। শরীর ও আত্মা। শরীরের প্রয়োজন আত্মার জন্য। এই আত্মার Intellectual, Affectional, Moral and Spiritual প্রকৃতি আছে। তাহাদের উন্নতির ক্রম—সমঞ্জস উন্নতি না হইলে প্রকৃত উন্নতি হয় না। মস্তক বৃহৎ হৃদয় ক্ষুদ্র, পর বৃহৎ মস্তক ক্ষুদ্র—এ কিম্ভুত কিমাকার। The wisest, the greatest. Character is power in a higher sense than knowledge.

৫। প্রাচীন আত্মতত্ত্ববিদদিগের পঞ্চকোষ - অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়। ক্রমে উচ্চতর-শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য ও ব্রহ্মানন্দ।

৬। আত্মোন্নতির সকল কার্য্যক্ষেত্রে আপনার কর্ত্তব্যসাধন—গৃহধর্ম্ম, দেশহিতৈষণা, সামাজিক উন্নতি ও বিশ্বহিতৈষণা—জীবনের উদ্দেশ্যের মধ্যে।

৭। মানবজীবনের উদ্দেশ্য—এক কথায় মহর্ষি ঈশা যাহা বলিয়াছেন "Be perfect as your Father in Heaven is perfect." মানুষ God-like হইবে। প্রাচীন ঋষি—"তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরং।" ইহা অনন্তকাল-সাধ্য। মৃত্যু মনুষ্যজীবনের শেষ সীমা নহে—ইহকালের অপূর্ণতার পূর্ণতা পরকালে। চারাবৃক্ষ টবে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হয় পরে টব ভাঙ্গিয়া উদ্যানের বৃহৎ বৃক্ষে তাহার ক্রমোন্নতি। আত্মা শরীররূপ টব ভাঙ্গিয়া অমর লোকের উদ্যানে উন্নতির পর উন্নতি লাভ করিবে। ঐহিক সব হারাইয়া আত্মা তাহার নিত্যসম্বল—জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য ও আত্মানন্দ লইয়া পরলোকে

যাইবে—তথায় সেই সকল ঈশ্বরজ্যোতিতে তাঁহার অভিমুখে বর্দ্ধিত হইবে।

তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং
নিত্যং সঞ্চিনুয়াৎ শনৈঃ।

৮। মানবজীবন নিরুদ্দেশে নয়—ইতর উদ্দেশে নয়, কিন্তু ঐশ্বরিকভাবে অনন্তকাল বর্দ্ধিত হইয়া অনন্ত দেবত্ব লাভের জন্য।

শিশুজীবন ও কিণ্ডারগার্টেন।

নীতিজ্ঞানের পুষ্টিসাধন।

তৃতীয় প্রস্তাব।

ক্রমে মানব জাতির প্রতি ভালবাসা হইতে শিশুকে জীবজন্তু পশু ও প্রাণীর প্রতি ভালবাসা শিখাইতে হইবে। ক্ষুদ্র, বৃহৎ যত প্রাণী আছে, এমন কি তৃণ ও তরু পর্য্যন্তকেও শিশু যেন শ্রদ্ধা করিয়া চলিতে শিখে। ঐ সকল চেতনাচেতন পদার্থের প্রতি মাতার শ্রদ্ধা ও যত্ন দেখিয়াই শিশু তাহাদের প্রতি স্নেহান্বিত ও শ্রদ্ধাবান হইবে। আপনারা কোন জীবজন্তুর প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিবেন না, এবং শিশু অজ্ঞাতভাবে কোন প্রাণীকে কষ্ট দিলে, আহা! ওর বড় লাগিবে, বলিয়া শিশুকে উহা হইতে নিবৃত্ত করিবেন। তাহা হইলে তাহার কোমল হৃদয় গলিয়া যাইবে, এবং সে ভবিষ্যতে ওরূপ করিয়া কাহাকেও আর কষ্ট দিবে না। শিশুর সম্মুখে পাখী ও পশুদিগকে খাইতে দিবেন, আর তাহাকে দেখাইবেন যে তাহারা কত আনন্দের সহিত ও কেমন শীঘ্র তাহাদের খাদ্য খাইয়া ফেলে। শিশু উহা দেখিয়া নিজেও আনন্দিত হইবে ও তাহাদিগকে পুনরায় খাইতে দিবে। তাহাদিগকে আরও বলিবেন, পাখীর মা বাপেরা কেমন নিজে না খাইয়া শাবকদের জন্য খাদ্য মুখে করিয়া বাসায় চলিয়া যায়। কত স্নেহে তাহারা শাবকদিগকে খাওয়ায় এবং তাহাদিগকে উড়িতে ও গান গাহিতে শিখায়। এইরূপে শিক্ষা দিলে পশু ও পাখীদের সঙ্গে শিশুর বন্ধুতা জন্মাইবে, এবং তাহা হইলে সে আর কখন পশুপক্ষীকে কষ্ট দিবে না।

পশুপক্ষীর ন্যায় অন্যান্য ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গের কষ্ট ও ব্যথার সহানুভূতি শিশুকে শিখাইবেন। বালক যদি অজ্ঞানতা বা অতিরিক্ত স্নেহ বশতঃ কোন জন্তুকে নিজের ঘরে বা খাঁচায় পুরিয়া পরাধীন করিয়া রাখে, তাহা হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, "কেহ যদি তোমাকে ঐরূপে আদর করিয়া সমস্ত দিন, রাত্রি এক স্থানে পুরিয়া রাখে, ও কোথাও খেলিতে যাইতে না দেয়, তাহা হইলে তোমার কি প্রকার অবস্থা হইবে?"

ইহাতে তাহার মন শুধু ভাবপ্রিয় না হইয়া নিজের ন্যায় অন্যান্য জীবজন্তুর স্বাধীনতা ও জীবন রক্ষার জন্য উৎসুক হইবে।

শিশুর নিকট ফুলও জীবন্ত পদার্থ। সে যদি দুষ্টুমি করিয়া কোন ফুল বা গাছ ছিঁড়িয়া বা ভাঙ্গিয়া ভূমিতে ফেলিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাকে বলিবেন পৃথিবী, ফুল ও গাছেদের মা, তাহাদিগকে ভাঙ্গিয়া বা ছিঁড়িয়া নষ্ট করিলে ভূমি কাঁদিয়া থাকে। ঐ গাছটী লইয়া সতর্ক ভাবে আবার তাহার সম্মুখে রোপণ করুন ও শিশুর যত্নে অল্পকালের মধ্যে উহা কেমন বাড়িতে থাকে তাহা তাহাকে দেখান। ইহা ব্যতীত, শিশুর সম্মুখে শিশুর হাত দিয়াই কোন বীজ রোপণ করান, ও প্রতিদিন কেমন উহার অঙ্কুর গজাইয়া বৃদ্ধি পায় ও ক্রমে চারাগাছ হয়, সূর্য্যকিরণ ও জলে উহার কেমন পুষ্টি হয়, তাহা তাহাকে দেখান। এইরূপে আপনি শিশু-হৃদয়কে কত মার্জ্জিত করিতে পারিবেন, এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে কত বুদ্ধি ও জ্ঞান জন্মাইবে। কারণ ক্রীড়া ও আনন্দের সঙ্গে শিশু নিজের চক্ষে ঐ সকল দেখাতে উহা দ্বারা তাহার আত্মা উন্নত ও তাহার হৃদয় প্রশস্ত হয়। এইরূপে শিশুর মনে আপনার প্রতি ও তাহার চারিদিকস্থ জীবজন্তুর প্রতি ভালবাসা জন্মাইয়া দিলে তাহাকে ন্যায্য ও কর্ত্তব্য বিষয়ে সহজে বুঝান যাইবে। স্নেহ বশতঃ সে আপনা হইতেই সমস্ত দ্রব্য সকলের সহিত ভাগ করিয়া লইয়া সকলকেই সুখী করিতে ইচ্ছুক হইবে। প্রথম হইতেই তাহাকে তাহার নিজ দ্রব্যাদি বিতরণ করিতে শিখাইবেন, সে যদি পাখীদিগকে খাওয়াইতে চায়, তাহা হইলে তাহার নিজের ভাত থেকে খাইতে দিবেন, এইরূপ করিলে সে বিনা গর্ব্বে ভাল কাজ করিতে শিখিবে। অন্য দিকে তাহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া তার কোন খেলনা বা দ্রব্য লইবেন না, তাহার সকল দ্রব্যে তাহার স্বত্বাধিকার আছে ও অন্যের তাহাতে কোন অধিকার নাই, ইহা যেন সে বুঝিতে পারে, তাহা হইলে সে না বলিয়া কখন পরের দ্রব্যে হাত দিবে না।

ছেলেদের ক্রীড়ার ঘর তাহাদিগকে অনেক সদ্‌গুণ শিক্ষা দিবার বিদ্যালয়ের ন্যায় উপযুক্ত স্থান। বড় ভাই বোনদিগকে সদাশয়তা ও নমনীয়তা শিখান উচিত। তাহারা ছোট ভাই বোনদের সান্ত্বনার জন্য খেলানাদি যেন অক্লেশে ছাড়িয়া দিতে পারে, আর ছেলেদের মার খাইয়াও যেন তাহারা উল্টে না মারে। কেন না ছোট ভাই বোন অত্যন্ত শিশু, ভাল মন্দ কোন বোধ নাই, ও সে বুঝিতে পারে না যে তার মারে দিদি বা দাদার লাগে। আর এককালে তুমিও ঐরূপ অজ্ঞান ছিলে, মা সেই সময়ে কেমন যত্ন ও স্নেহ দেখাইতেন। এই বলিলেই বড়ভ্রাতা ভগিনীরা তৎক্ষণাৎ আনন্দে ছোট শিশু-দিগকে নিজের খেলনা সমস্ত ছাড়িয়া দিবে। সময়ে সময়ে অবশ্য তাহাদের

মধ্যে ঝগড়া হইবে, তার কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু শীঘ্রই আবার তাহাদের মিলন হইবে ও এইরূপে তাহারা নিজ নিজ কর্ত্তব্য বুঝিবে।

আমরা শিশুদের খেলাঘরে অনেক সময় ক্রীড়ার সহচর প্রতি অভ্যর্থনা ও আতিথেয়তা দেখিতে পাই, তাহারা তাহাদিগের নিমন্ত্রিত শিশুদিগকে ভাল ভাল দ্রব্য সকল দিয়া শিষ্টাচারপূর্ব্বক অবশিষ্ট নিজেদের জন্ত রাখে। এই স্বাভাবিক জ্ঞান অতি চমৎকার। পিতা মাতারা বাল্যকাল হইতে উহাতে উৎসাহ দিয়া উহার অভ্যাস করাইলে সময়ে ঐ বালক বালিকারা নিঃস্বার্থ, পরোপকারী ও অতিথী সৎকারপরায়ণ যুবক যুবতীতে পরিণত হইবে। স্বত্ব ও কর্ত্তব্য জ্ঞানের বোধের সঙ্গে অন্তরাত্মার পুষ্টিসাধন হয়। তখন যে কোন মন্দকার্য্যের পর লজ্জা ও অনুতাপ অনুভব করে, কিন্তু ঐ আত্মগ্লানি, বা অনুতাপ শিশুর মনের অন্যান্য বিষয়ের মত শীঘ্রই চলিয়া যায়। ঐ সময়ে জননীর একটী মিষ্ট উপদেশ বা কথা তাহার মনে গভীর রূপে বসিয়া যায় ও নৈতিক জ্ঞানের পুষ্টিসাধন করে এবং তাহাকে কর্ত্তব্য কার্য্য শিক্ষা দেয়। কোন অন্যায় কার্য্যের অনেকক্ষণ পরে শিশুকে তিরস্কার করিলে কোন ফল দর্শে না, বরং তাহাতে অপকার হইবারই সম্ভাবনা। শিশু শীঘ্রই ভুলিয়া যায় যে, সে কোন অকর্ম্ম করিয়াছে, সুতরাং মাতার তিরস্কারে মনে ভাবে তিনি বুঝি মিথ্যা বকিতেছেন সেজন্ত সময়ে দু একটী কথা দ্বারা শিশুকে সতর্ক করাই ভাল।

শিশুদিগকে অতিরিক্ত ভালবাসা বা দুঃখ দেখাইয়া মন্দ কার্য্য হইতে বিরত করিবার চেষ্টা পাইবেন না। কেন না, অনেক সময় তাহারা উহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া আদেশ মত কার্য্য করিতে পারে না। কখন কখন বা তাহাদের অতি সরল ও কোমল স্বভাব উহা দ্বারা হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া একেবারে বিবশ হইয়া পড়ে ও তাহাদের মনোবৃত্তিসমূহ নিস্তেজ হইয়া যায়। সে কারণে অতি অল্প বয়সে ছেলেদের মনের বৃত্তি সকল যাহাতে হঠাৎ বিবশ বা তীক্ষ্ণ না হইয়া ক্রমশঃ পরিপুষ্ট ও সবল হয় ও চরিত্র সম্যকরূপে পুষ্টি পাইয়া দৃঢ় ও কঠিন হইয়া দাঁড়ায় তাহা জননীর করা উচিত। মনের ভাব সকল ফুলের ন্যায় যত বিলম্বে পুষ্ট হয়, ততই অধিক দিন থাকে। কিন্তু শিশুর শারীরিক ও মানসিক যে কোন বৃত্তি শিশুর চরিত্রে মিশিয়া যাওয়ার আবশ্যক, তাহার পুষ্টি ও চর্চ্চা যত শীঘ্র আরম্ভ হয় ততই ভাল।

এইকালে অন্তরাত্মার বৃদ্ধির সঙ্গে সন্তানের সত্যবাদিতার প্রতিও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। মা শিশুর নিকট সর্ব্বদা সত্য কথা বলিবেন, ও প্রাণান্তে কখন নিজের কথা বা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন না; ঐরূপে ছেলে ও সত্যের মর্ম্ম বুঝিবে। ঐ সত্যানুরাগ শিক্ষার দিকে একবার শিশুকে পথ দেখাইলে সে কখন ভ্রমেও

মিথ্যার দিকে যাইবে না। ছেলেকে মন্দ কাজ হইতে দূরে রাখুন ভাল কাজে আপনা হইতেই তাহার অনুরাগ হইবে। আপনার সত্যানুরাগ ও প্রতিজ্ঞাপালনের প্রতি শিশুর দৃঢ় বিশ্বাস হইলে সত্যবাদিতার মাহাত্ম্য তাহার মন হইতে এক দণ্ডের জন্যও অপসৃত হইবে না। পবিত্রতা ও নির্দ্দোষিতার বাতাসে শিশুর কোমল আত্মাকে সর্ব্বদা ঘিরিয়া রাখিলে, তাহা উদাহরণের অপেক্ষাও অধিক উপকার করে। ধর্ম্মের বিশুদ্ধ বায়ু তাহাকে মিথ্যা কথা ও অসৎসতার নিঃশ্বাস হইতে রক্ষা করিয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

ঊষা দেবতা।

ঋগ্বেদে যে সকল স্ত্রী দেবতার উল্লেখ আছে তাঁহাদের বর্ণনা অতি সংক্ষেপে করা হইয়াছে। এই সকল স্ত্রী দেবতার মধ্যে ঊষার স্থান সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে সরস্বতী, তৎপরে পৃথিবী ও রাত্রির বর্ণনা অতি সংক্ষেপে কোন কোন স্থলে দৃষ্ট হয়। কিন্তু ঊষার বর্ণনা ঋগ্বেদের অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে ঊষার এইরূপ বর্ণনা আছে।

ঋগ্বেদ (৪৮ সূক্ত ১ম অষ্টক) ঊষা দেবতা। কণ্বের পুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি।

১। হে দেবদুহিতা ঊষা! আমাদিগকে ধন দান করিয়া প্রভাত কর। হে বিভাবরি! প্রভূত অন্নদান করিয়া প্রভাত কর। হে দেবি! দানশীল হইয়া (পশুরূপ) ধন দান করিয়া প্রভাত কর।

২। (ঊষা) অশ্বযুক্তা, গোসম্পন্না এবং সকল ধনপ্রদাত্রী। (প্রজাদিগের) নিবাসের জন্য তাঁহার অনেক (সম্পত্তি) আছে। হে ঊষা আমাকে সুনৃত বাক্য বল, এবং ধনবান্‌দিগের ধন দাও।

৩। ঊষা (পুরাকালে) বাস করিতেন (অর্থাৎ প্রভাত করিতেন), অদ্যও প্রভাত করিতেছেন। ধনলুব্ধ লোক যেরূপ সমুদ্রে (নৌকা) প্রেরণ করে, ঊষার আগমনে যে রথসমূহ সজ্জীকৃত হয়, ঊষা তাহা সেইরূপে প্রেরণ করেন।

৪। হে ঊষা! তোমার আগমন হইলে বিদ্বান্ লোকে দানে মনোনিবেশ করে, এবং অতিশয় মেধাবী কণ্ব ঋষি দানশীল মনুষ্যদিগের প্রসিদ্ধ নাম ঊষাকালেই উচ্চারণ করেন।

৫। ঊষা গৃহকার্য্যনেত্রী গৃহিণীর ন্যায় সকলকে পালন করিয়া আগমন করেন। তিনি জঙ্গম প্রাণীদিগের পরমায়ু হ্রাস করেন, পদযুক্ত প্রাণীদিগকে গমন করান এবং পক্ষীদিগকে উড়াইয়া দেন।

৬। তুমি সমীচীন চেষ্টাবান্ পুরুষকে কার্য্যে প্রেরণ কর, তুমি ভিক্ষুকদিগকেও

প্রেরণ কর, তুমি! নীহারবর্ষী এবং অধিকক্ষণ অবস্থান কর। হে অন্নযুক্ত যজ্ঞসম্পন্না উষা! তুমি প্রভাত হইলে উড্ডীয়মান পক্ষিগণ আর কুলায়ে অবস্থান করে না।

৭। তিনি (রথ) যোজিত করিয়াছেন। এই সৌভাগ্যবতী উষা দূর হইতে সূর্য্যের উদয়স্থানের উপরিস্থ (দিব্যলোক) হইতে, শত রথ দ্বারা মনুষ্যগণের নিকট আসিতেছেন। (১)

৮। তাঁহার প্রকাশ হইবার জন্য সকল প্রাণী নমস্কার করিতেছে, কেননা, সেই নেত্রী জ্যোতি প্রকাশ করেন, এবং সেই ধনবতী স্বর্গদুহিতা বিদ্বেষীদিগকে এবং শোষণকারীদিগকে দূর করেন।

৯। হে স্বর্গ দুহিতা! আহ্লাদ কর, জ্যোতির সহিত প্রকাশিত হও, দিবসে আমাদিগকে প্রভূত সৌভাগ্য আনিয়া দাও, এবং অন্ধকার দূর কর।

১০। হে নেত্রী উষা! সমস্ত প্রাণীর চেষ্টিত ও জীবন তোমাতেই আছে, কেননা তুমি অন্ধকার দূর কর। হে বিভাবরি! তুমি বৃহৎ রথে আইস। হে বিচিত্র ধনযুক্তে! আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ কর।

১১। হে উষা! মনুষ্যের যে বিচিত্র অন্ন আছে তাহা তুমি গ্রহণ কর; এবং যে যজ্ঞনির্ব্বাহকেরা তোমাকে স্তুতি করে সেই শুভকর্ম্মাদিগকে হিংসারহিত যজ্ঞে আনয়ন কর।

(১) অর্থাৎ অসংখ্য রশ্মিসমূহের সহিত উষা আসিতেছেন।

১২। হে উষা! তুমি অন্তরীক্ষ হইতে সকল দেবগণকে সোমপানার্থ আনয়ন কর। হে উষা! তুমি আমাদিগকে অশ্বগোযুক্ত এবং প্রশংসনীয় ও বীর্য্যসম্পন্ন অন্ন প্রদান কর।

১৩। যে উষার জ্যোতি শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া কল্যাণরূপে দৃষ্ট হয়, তিনি আমাদিগকে সকলের বরণীয়, সুরূপ এবং সুখগম্য ধন প্রদান করুন।

১৪। হে পূজনীয় উষা! তোমাকে পূর্ব্ব ঋষিগণ রক্ষণ এবং অন্নের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, তুমি ধন ও দীপ্তিযুক্ত তেজোবিশিষ্ট হইয়া আমাদিগের স্তুতিতে তুষ্ট হও।

১৫। হে উষা! তুমি অদ্য জ্যোতি দ্বারা আকাশের দ্বারদ্বয় খুলিয়া দিয়াছ, অতএব আমাদিগকে হিংসকরহিত ও গোযুক্ত কর এবং বিস্তীর্ণ গৃহ ও অন্নদান কর।

১৬। হে উষা! আমাদিগকে প্রভূত ও বহুবিধ রূপযুক্ত ধন এবং গাভী দান কর। হে পূজনীয় উষা! আমাদিগকে সর্ব্বশত্রুনাশক যশ দান কর। হে অন্নযুক্ত ক্রিয়া-সম্পন্ন উষা! আমাদিগকে অন্নদান কর। (৪৮ সূক্ত)

(৪৯ সূক্ত) ১। হে উষা! দীপ্যমান আকাশের উপর হইতে শোভনীয় (মার্গ) দ্বারা আগমন কর। অরুণবর্ণ গাভী। সমূহ (১) তোমাকে সোমযুক্ত যজমানের গৃহে লইয়া আসুক।

২। হে উষা! তুমি যে সুরূপ সুখকর রথে অধিষ্ঠান কর, হে স্বর্গ-দুহিতে! তদ্দ্বারা অদ্য হব্যদাতা যজমানের নিকট আইস।

৩। হে অর্জ্জুনি (১) উষা! তোমার আগমনের সময় দ্বিপদ ও চতুষ্পদ ও পক্ষযুক্ত পক্ষিগণ আকাশ-প্রান্তের উপরিভাগে গমন করে।

৪। হে উষা! তুমি অন্ধকার বিনাশ করিয়া রশ্মিদ্বারা জগৎকে প্রকাশ কর। কণ্বপুত্রগণ ধনপ্রার্থী হইয়া তোমাকে স্তুতিবচন দ্বারা স্তব করিয়াছে। (৪৯ সূক্ত)

৯২ সূক্ত।

উষা-(শেষ তিনটী ঋকে অশ্বিদ্বয়) দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। উষাদেবতাগণ (২) আলোকে প্রকাশ করিয়াছেন; এবং অন্তরীক্ষের পূর্ব্বদিকে জ্যোতিঃ প্রকাশিত করেন। যোদ্ধৃগণ যেরূপ আয়ুধ-সকলের সংস্কার করে, সেইরূপ (স্বীয় দীপ্তি দ্বারা) জগতের সংস্কার করিয়া গমনশীল, দীপ্তিমান্ এবং মাতৃগণ (৩) প্রতিদিবস গমন করেন।

২। অরুণ ভানুকিরণ অনায়াসে উদিত হইল, পরে রথ-যোজনযোগ্য শুভ্রবর্ণ গাভী-সকলকে উষাদেবতাগণ রথে যোজিত করিলেন, এবং পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত প্রাণীকে জ্ঞানযুক্ত করিলেন, তৎপরে দীপ্তিযুক্ত উষাদেবতা-সকল শুভ্রবর্ণ সূর্য্যকে আশ্রয় করিলেন।

৩। নেত্রী উষাদেবতাগণ (উজ্জ্বল অস্ত্রধারী) যোদ্ধাদিগের ন্যায়, এবং উদ্যোগ দ্বারাই দূরদেশ পর্য্যন্ত স্বীয় তেজের দ্বারা ব্যাপ্ত করেন। তাঁহারা শোভন-কর্ম্মকারী, সোমদায়ী, (দক্ষিণা) দাতা যজমানকে সকল অন্ন প্রদান করেন।

৪। উষা নর্ত্তকীর ন্যায় রূপ প্রকাশ করিতেছেন (১) এবং গাভী যেরূপ (দোহনকালে) স্বীয় দুগ্ধ প্রকাশিত করে, সেইরূপ উষাও স্বীয় বক্ষ প্রকাশিত করিতেছেন। গাভী যেরূপ গোষ্ঠে শীঘ্র গমন করে সেইরূপ উষাও পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া বিশ্বভুবন প্রকাশ করতঃ অন্ধকার বিশ্লিষ্ট করিতেছেন।

৫। উষার উজ্জ্বল তেজ (প্রথমে) পূর্ব্বদিকে দৃষ্ট হয় পরে সকল দিকে ব্যাপ্ত হয় এবং বিপুল অন্ধকার অপসারিত করে। (পুরোহিত) যেরূপ যজ্ঞে আজ্য দ্বারা যূপকাষ্ঠ সজ্জিত করে, সেইরূপ উষা স্বীয় রূপ প্রকাশ করিতেছেন; স্বর্গ-দুহিতা উষা সূর্য্যের সেবা করিতেছেন।

৬। আমরা (নৈশ) অন্ধকারের পারে আসিয়াছি; উষা সমস্ত প্রাণীকে চৈতন্যযুক্ত করিয়াছেন। দীপ্তিমতী উষা

(১) "অর্জ্জুনি শুভ্রবর্ণ।"

(২) মূলে 'উষসঃ' এই পদ আছে। প্রভাতকালাভিমানিন্যো দেবতাঃ —সায়ণ। কিন্তু যাস্ক বলেন উষাদেবীর সম্মানার্থ একবচনের স্থানে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে।

(৩) মূলে 'মাতরঃ' আছে।

(১) নাপিত যেরূপ কেশ ছেদন করে, উষা সেইরূপ অন্ধকার বিনাশ করিতেছেন।

তোষামোদকারীর ন্যায় প্রীতি পাইবার জন্য (স্বীয় দীপ্তি দ্বারাই) যেন হাসিতেছেন; আলোকবিকশিতাঙ্গী উষা আমাদিগের সুখের জন্য অন্ধকার বিনাশ করিয়াছেন।

৭। গোতমবংশীয়গণ দীপ্তিমতী এবং সুনৃত বাক্যের উৎপাদয়িত্রী আকাশ-দুহিতার স্তুতি করে। হে উষা! তুমি আমাদিগকে পুত্র-পৌত্রাদিযুক্ত, দাস-পরিজনযুক্ত, অশ্বযুক্ত এবং গাভীযুক্ত অন্ন প্রদান কর।

৮। হে উষা! আমি যেন যশোযুক্ত, বীরযুক্ত দাসবিশিষ্ট এবং অশ্বযুক্ত ধন প্রাপ্ত হই। হে সুভগে! তুমি সুন্দর যজ্ঞে স্তোত্র দ্বারা প্রীত হইয়া আমাদিগকে অন্নদান করিয়া সেই প্রভূত ধন প্রকাশিত কর।

৯। উজ্জ্বলা উষা সমস্ত ভুবন প্রকাশিত করিয়া আলোক দ্বারা পশ্চিমদিকে বিস্তৃত হইয়া প্রকাশিত হইতেছেন; এবং সমস্ত জীবকে (স্ব স্ব ব্যাপারে) প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য জাগরিত করেন; তিনি ধীশক্তিসম্পন্ন প্রাণীদিগের বাক্য শ্রবণ করেন।

১০। ব্যাধপত্নী যেরূপ চলনশীল (পক্ষীর) পক্ষ ছেদন করিয়া হিংসা করে, সেইরূপ পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত, নিত্য, এবং একরূপ-ধারিণী উষাদেবী (দিনে দিনে) সমস্ত প্রাণীর জীবন হ্রাস করেন।

১১। উষা আকাশপ্রান্তকে (অন্ধকার হইতে) বিযুক্ত করিয়া সকলের নিকট বিদিত হয়েন, এবং ভগিনী নিশাকে অন্তর্হিত করেন। প্রণয়ী (সূর্য্যের) স্ত্রী উষা মনুষ্যগণের আয়ু (দিনে দিনে) হ্রাস করিয়া বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়েন।

১২। (পশুপালক) যেরূপ পশু বিচরণ করায়, সুভগা এবং পূজনীয়া উষা সেইরূপ (তেজ) বিস্তার করিতেছেন এবং নদীর ন্যায় মহতী উষা (সমস্ত জগৎ) ব্যাপ্ত করিতেছেন। তিনি দেবগণের যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইয়া সূর্য্যকিরণের সহিত দৃষ্ট হয়েন।

১৩। হে অন্নযুক্ত উষা! আমাদিগকে বিচিত্র ধন প্রদান কর, যে ধনের দ্বারা আমরা পুত্র ও পৌত্রকে পালন করিতে পারি।

১৪। হে গাভীযুক্ত, অশ্বযুক্ত, দ্যুতিমান্ এবং সুনৃত বাক্যযুক্ত উষা! অদ্য এই স্থানে ধনযুক্ত (যজ্ঞ অনুষ্ঠানার্থে) আমাদিগের জন্য উদয় হও।

১৫। হে অন্নযুক্ত উষা! অদ্য অরুণবর্ণ অশ্ব সংযোজনা কর এবং আমাদের সমস্ত সৌভাগ্য আনয়ন কর।

১৬। হে দস্র অশ্বিদ্বয়! আমাদের গৃহ গাভীপূর্ণ ও রমণীয় ধনপূর্ণ করিবার জন্য সমান মনোযোগী হইয়া তোমাদের রথ আমাদের গৃহাভিমুখে প্রবর্ত্তিত কর।

১৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আকাশ হইতে প্রশংসনীয় জ্যোতি প্রেরণ করিয়াছ, তোমরা আমাদের জন্য বলপ্রদ অন্ন আনয়ন কর।

১৮। উষাকালে অশ্বগণ জাগরিত হইয়া দ্যুতিমান্, আরোগ্যপ্রদ, সুবর্ণরথযুক্ত এবং দস্র অশ্বিদ্বয়কে সোমপান করিবার জন্য এ স্থলে আনয়ন করুক। (৯২ সূক্ত)।

১১৩ সূক্ত।

উষা দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। জ্যোতিঃসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই জ্যোতিঃ (উষা) আসিয়াছেন; তাঁহার বিচিত্র ও (জগৎ) প্রকাশক (রশ্মিও) ব্যাপ্ত হইয়া প্রকাশ হইয়াছে। যেরূপ রাত্রি সবিতায় প্রসূত, সেইরূপ রাত্রিও উষার উৎপত্তির জন্য জন্মস্থান কল্পনা করিয়াছেন। (১)

২। দীপ্তিমতী শুভ্রবর্ণা সূর্য্যের মাতা (২) (উষা) আসিয়াছেন; কৃষ্ণবর্ণা (রাত্রি) স্বীয় স্থানে গিয়াছেন; রাত্রি ও উষা উভয়েই (সূর্য্যের) বন্ধু এবং উভয়েই অমর। এক অন্যের পর আগমন করেন, এবং এক অন্যের বর্ণ বিনাশ করেন। এইরূপে তাঁহারা দীপ্তিমান হইয়া বিচরণ করেন।

৩। এই ভগ্নীদ্বয়ের (রাত্রি এবং উষার) একই অনন্ত সঞ্চরণমার্গ দীপ্তিমান্ (সূর্য্য কর্ত্তৃক) আদিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা একের পর অন্যে সেই পথ বিচরণ করেন। সকল বস্তুর উৎপাদনকারী রাত্রি ও উষা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিলেও সমান মনঃসম্পন্না; তাঁহারা পরস্পরকে বাধা দেন না, এবং কখনও স্থির হইয়া অবস্থিতি করেন না।

৪। আমরা প্রভাসম্পন্না সুনৃত-বাক্যের নেত্রী (১) বিচিত্রা উষাকে জানি; তিনি আমাদিগের দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন। তিনি সর্ব্ব জগৎ আলোকপূর্ণ করিয়া আমাদিগের ধন প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। তিনি সমস্ত ভুবন-সমূহ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

৫। যে সকল লোক বক্র হইয়া শুইয়াছিল, উষা তাহার মধ্যে কাহাকেও ভোগের জন্য, কাহাকেও যজ্ঞের জন্য এবং কাহাকেও ধনের জন্য, সকলকেই নিজ নিজ কর্ম্মের জন্য, জাগরিত করিয়াছেন। যাহারা অল্প দেখিতে পায়, উষা তাহাদিগের বিশেষরূপ দৃষ্টির জন্য (অন্ধকার দূর করেন)। বিস্তীর্ণ উষা সমস্ত ভুবন-সমূহ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

৬। উষা কাহাকেও ধনের জন্য, কাহাকেও অন্নের জন্য, কাহাকেও মহাযজ্ঞের জন্য, কাহাকেও অভীষ্ট লাভের জন্য (জাগরিত করেন); তিনি ভিন্ন ভিন্ন জীবনোপায় প্রকাশ করিয়া দিবার জন্য সমস্ত ভুবনসমূহ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

(১) সূর্য্যের অস্তগমনের পর রাত্রি আইসে, এই জন্য রাত্রি সূর্য্যের সন্তান, আবার রাত্রির পর উষা আইসে এই জন্য উষা রাত্রির সন্তান।

(২) উষার পর সূর্য্য আসে এই জন্য সূর্য্য উষার সন্তান।

(১) উষার প্রাদুর্ভাব হইলে পশু পক্ষী সুখাদি শব্দ করে এই জন্য তিনি সুনৃত বাক্যের নেত্রী।

ভুত না মানুষ ?

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

নন্দকের কৃতিত্ব।

বসন্ত-সন্ধ্যা। এ সন্ধ্যার বৃক্ষবল্লী কি সুন্দর! কেমন কোমল-ভাবে তাহারা মধুর সমীরে অঙ্গ ঢালিয়া নৃত্য করিতেছে। তৃণশষ্প-গুল্মাবৃত জঙ্গল-রাশির মধ্যেও এ সময়ে কেমন একটা সৌন্দর্য্য! কি সুন্দর চন্দ্র! কি মিষ্ট তাহার জ্যোতিঃ! এ সময়ের মলয়প্রবাহ কি সঞ্জীবনী-শক্তিময়!

আজ সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইতে পারে নাই, কারণ একাদশীর চন্দ্র আকাশে সমুদিত হইয়া হাস্য করিতেছিল। পথের ধারে প্রকাণ্ড একটি বটবৃক্ষ। ফল্গুচুর্ণের ন্যায় সুবিমল চন্দ্ররশ্মি সেই বিশাল বৃক্ষের উপর নিপতিত হইয়া একটি স্বপ্নরাজ্যের মনোমোহন দৃশ্য বিকাশ করিতেছিল। তাহার নীচে একদল বৈষ্ণব দলপতিকে মধ্যে লইয়া নৃত্য করিতে করিতে কীর্ত্তন করিতেছিলেন। এই সময় নন্দক, ভবভূতি, দেবদত্ত, চন্দনী ও চন্দনীর মাতা এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মধুর কীর্ত্তনে আকৃষ্ট হইয়া বৃক্ষতলস্থিত একটি সুন্দর স্থানে তাহারা উপবেশন করিলেন। সুললিতবীণাধ্বনিবৎ কীর্ত্তনধ্বনি তাহাদের চিত্তকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। তাহাদের পথশ্রম-কাতর অবসন্ন দেহ ও প্রাণ যেন সেই সুমধুর গীতে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্লান্তি ও অবসাদ দূর হইল।

স্থানটি যেমন মধুর তেমনি নির্জ্জন। নন্দক বহুক্ষণব্যাপী কীর্ত্তন শ্রবণের পর উঠিয়া দলপতির নিকটে গমন করিলেন ও তাহাকে প্রণাম করিলেন। দলপতি নন্দককে চিনিতে পারিয়া মৌনী হইয়া রহিলেন।

নন্দক কহিলেন, 'মহাশয় কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না?' বৈষ্ণবদল-পতির ম্লান চক্ষে ধারা বহিল, তিনি কহিলেন, 'চিনিতে পারিব না কেন?'

নন্দক—তবে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেছেন না কেন?

দলপতি—তুমি কোন্ স্থান হইতে আসিতেছ? কোথায় যাইবে?

নন্দক—আমি প্রতিধ্বনির অনুসন্ধান ও উদ্ধাররূপ মহৎ কার্য্যে ব্যস্ত আছি, আমাকে সদা সর্ব্বদাই এ স্থানে সে স্থানে যাতায়াত করিতে হইতেছে। কোথায় যাই, কোথায় থাকি, তাহার কোন স্থিরতা নাই।

দলপতি একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, 'ওনাম আর আমার নিকট উচ্চারণ করিও না নন্দক! যে মধুর, যে পবিত্র, যে সুন্দর, যে নির্ম্মল জিনিষ আমি নষ্ট করিয়াছি, তাহার নাম শ্রবণেও আমার আর কোনও অধিকার নাই।'

এই সময় চন্দনী বৈষ্ণবদলপতিকে চিনিতে পারিলেন ও তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক বস্ত্রাঞ্চলে বদনাবৃত করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দলপতি তাহাকেও চিনিতে পারিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, 'মা জননি। তুমিও আমাকে চিনিতে পারিয়াছ ?'

চন্দনী মস্তক আন্দোলনপূর্ব্বক সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

দলপতি—'তুমি যাহাকে রক্ষা করিবার জন্য আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলে, আমি তাহাকে রক্ষা করিতে পারি নাই। আমার মত চিরহতভাগ্য ও দরিদ্র পিতা জীবিত না থাকিলেও প্রতিধ্বনির কোনও ক্ষতি হইত না।' বলিতে বলিতে দলপতি শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন।

চন্দনীও শোক সহ্য করিতে না পারিয়া সমধিক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন।

নন্দক চন্দনীকে প্রবোধ দিয়া বৈষ্ণব-দলপতিকে কহিলেন, "এই অগ্রজার অনুমতিক্রমেই আমি দ্বিপ্রহর রজনীতে প্রতিধ্বনির বিপদবার্ত্তা লইয়া মহাশয়ের নিকট গমন করিয়াছিলাম এবং শত্রুদের বিবিধ প্ররোচনা সত্ত্বেও আমি যথাকালেই মহাশয়কে এ সংবাদ জ্ঞাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। কিন্তু দৈববিড়ম্বনায় উভয়ের পরিশ্রমই পণ্ড হইয়া গেল।"

দলপতি কহিলেন, 'নন্দক, তুমি আর আমাকে প্রতিধ্বনির জীবিত পিতা ইন্দ্রমৌনী বলিয়া বিশ্বাস করিও না, কারণ দুঃখ, দৈন্য, ঘৃণা, অপমান ও দরিদ্রতায় আমি মরিয়াই রহিয়াছি। এখন হইতে তোমরা আমাকে মৃত ব্যক্তি বলিয়াই জানিও।'

নন্দক—মহাশয় স্থির হউন। আমি আপনাকে এ লজ্জা ও ঘৃণা হইতে অবশ্যই উদ্ধার করিব, করিবই করিব।

এইখানে বৈষ্ণবদলপতি ইন্দ্রমৌনীর বিষণ্ণ দৃষ্টি দেবদত্তের উপরে নিপতিত হইল। দেবদত্ত একটু দূরে বসিয়াছিলেন। ইন্দ্রমৌনীর চক্ষে চক্ষু সংলগ্ন হওয়ায় তিনিও তাহাকে চিনিতে পারিলেন।

ইন্দ্রমৌনী দেবদত্তকে দেখিয়া আর সাম্‌লাইতে পারিলেন না, দেবদত্তের কোলের উপর আছাড় খাইয়া পড়িলেন ও স্ত্রীলোকের ন্যায় করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কহিতে লাগিলেন, "আমার সাত রাজার ধন এক মাণিক তুমি কি জীবিত আছ ? আমি যে তোমাকে মৃত্যুমুখে রাখিয়া আসিয়া-ছিলাম। দরিদ্রতা যে আমাকে তোমার নিকটে রহিতে দেয় নাই।"

দেবদত্তের হৃদয়ও পিতৃতুল্য স্নেহবান্ ব্যক্তির ক্রন্দনে দ্রব হইয়া গেল ও নেত্র-পথে অবিরল শোকবারি প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাহাদের মানসপটে পূর্ব্বস্মৃতি-সকল জাগ্রত হইল।

নন্দক তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন।

ইন্দ্রমৌনী কহিলেন, 'দেবদত্ত, তোমার অসুখ হওয়ার পর হইতেই আমি

তোমার নিকটেই ছিলাম। যে সময়ে তুমি স্বপ্নে ঔষধ পাইলে এবং তোমার ব্যাধির একটু উপশম বোধ হইতে লাগিল, ঠিক সেই সময় তোমার অন্নকষ্ট দেখিয়া আমি তোমার নিকট হইতে চলিয়া আসিলাম। তাহার পরে যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা আমার নিকট বর্ণনা কর।

দেবদত্ত মুখও তুলিলেন না ও কোন বাক্যব্যয়ও করিলেন না।

নন্দক কহিলেন 'ইনি স্বপ্নদত্ত ঔষধেই আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন এবং অল্প-কালের মধ্যেই বলশালী হইয়া উঠিয়া-ছিলেন। যাহারা আপনার কন্যা প্রতিধ্বনিকে চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছে, সম্ভবতঃ তাহারাই ইঁহাকে বাঁধিয়া চণ্ডদেবের একটি পরিত্যক্ত ঘরে রাখিয়া গিয়াছিল। আমি দেখিতে পাইয়া ইঁহাকে তথা হইতে মুক্ত করি এবং ইঁহাকে বলশালী ও রোগমুক্ত দেখিয়া প্রতিধ্বনির অনুসন্ধান কার্য্যে ইঁহাকেও সঙ্গে করিয়া লই। আমার ভগ্নী চন্দনীকেও তাহারাই হত্যা করিবার মানসে প্রকাণ্ড এক বনের অভ্যন্তরে লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু দৈবানুগ্রহে সেই মুহূর্ত্তে আমি গিয়া সেইখানে উপস্থিত হই ও চন্দনীকে রক্ষা করি এবং আপনার জামাতাকে সঙ্গে করিয়া আপনার কন্যার অনুসন্ধান করিবার জন্য আমি পুনরায় সেই প্রকাণ্ড বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করি। বনের মধ্যে আপনার কন্যার কণ্ঠের স্বর্ণপদক নিপতিত ছিল; তাহা দর্শন করিয়া আপনার জামাতা শোকাবেগে অস্থির হইয়া জ্ঞানহীন অবস্থায় ভূমিতে পতিত হন এবং ঠিক সেই সময়ে একটি শত্রুর পদানুসরণপূর্ব্বক আমিও দূরে সরিয়া পড়ি। শত্রুরা তাঁহাকে একাকী ও জ্ঞানহীন অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া গোপনে বধ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু আমি ও আপনার জামাতা সেই ভয়াবহ ভূতের বনে যাইতে সঙ্কল্প করিয়াছি দেখিয়া আমার জননী দেবী অলক্ষ্যে আমাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিলেন। আমাকে দূরে চলিয়া যাইতে দেখিয়া তিনি স্বয়ং আপনার জামাতার রক্ষার উপায় করিলেন। শত্রুদের বেশ পরিধানপূর্ব্বক শত্রুদের সঙ্গে সম্মিলিতা হইলেন এবং দেবদত্তকে এখনি হত্যা না করিয়া জলের মধ্যে ফেলিয়া দিবার পরামর্শ দিলেন। ভাগ্যক্রমে তাঁহার পরামর্শ-মতই কার্য্য হইল। দেবদত্ত অজ্ঞান অবস্থাতেই নদীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলেন। আমার জননী দেবী আর শত্রুদের অনুসরণ না করিয়া শত্রুদের অলক্ষ্যে নদীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং তৎক্ষণাৎ নদীর জলে নিপতিতা হইয়া দেবদত্তকে জল হইতে তুলিলেন ও নানাবিধ প্রক্রিয়া দ্বারা তাঁহার জ্ঞান সম্পাদন করিলেন।

ইন্দ্রমৌনী—নন্দক, তোমার মাতার ও তোমার ভগিনীর ঋণ কি আমি এ জীবনে পরিশোধ করিতে পারিব? নন্দক, সেটা আমার পক্ষে অসম্ভব, সাধ্যাতীত।

নন্দক—'আমরা আপনার কি করিতেছি ? কিছুই করিতেছি না, প্রকারান্তরে নিজ নিজ আত্মারই অক্ষয় কল্যাণ সাধন করিতেছি। পৃথিবীতে পরোপকার করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং পরের অনিষ্ট-চিন্তাই মহাপাপ। মহামতি বিদুর একমাত্র পরোপকার-ধর্ম্মের সাধনাতেই দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং এই একমাত্র পরোপকার-ধর্ম্মই তাঁহার ভারতবিখ্যাত যশ ও কীর্ত্তিকে অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছে।' সহসা ইন্দ্রমৌনীর বিষণ্ণ দৃষ্টি ভবভূতির প্রতি নিপতিত হইল। তিনি কহিলেন,'ইনি কে ?'

নন্দক—ইহার নাম ভবভূতি। ইনিও আপনার মতই ব্যথিত।

ইন্দ্রমৌনী—আমার নিকট ইহার পরিচয় প্রদান কর নাই কি ? তখন সুবক্তা, সুপুরুষ নন্দক ভাবময়ীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পর হইতে যত ঘটনা ঘটিয়াছিল, সমুদয় ইন্দ্রমৌনীর নিকট বর্ণনা করিলেন এবং অতি অল্প বিষয়ই বাদ দিলেন।

ভবভূতি একটি কুন্দবৃক্ষের সন্নিকটে উপবিষ্ট ছিলেন এবং তাহার ম্লান দৃষ্টি সেই ক্ষুদ্র পুষ্পগুলির উপরেই নিপতিত ছিল। কিন্তু বহুক্ষণ তিনি ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারিলেন না, সেই ক্ষুদ্র বৃক্ষকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া অধোমুখে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। নন্দক তাহাকেও সান্ত্বনা করিতে গেলেন। কিন্তু তিনি নন্দকের প্রবোধবাক্য শ্রবণ না করিয়া এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন—

"আমার ভাবময়ী এই কুন্দফুলকে বড় ভাল বাসিত ! গোলাপ বকুলকে তুচ্ছ করিয়া অগ্রে এই ফুল দ্বারাই তাহার ফুলসাজির অর্দ্ধাংশ পূর্ণ করিত। সে এই কুন্দফুল্য পুষ্পগুলি দ্বারা কেমন সুন্দর বলয় নির্ম্মাণ করিয়া হস্তে পরিধান করিত। অনেক সময় এই ফুল দ্বারা চন্দ্রহার নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মাতার কটিদেশে পরাইয়া দিতে যাইত এবং মাতা কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া নিজেই তাহা পরিধান করিত। হায় ! আমার এই ক্ষুদ্রকায়া ফুলের স্থায়ই ক্ষুদ্রদেহা ও সরলমনা ছিল। সৌন্দর্য্যও ইহা হইতে কোন অংশে ন্যূন ছিল না।

নন্দক বিশেষ নির্ব্বন্ধসহকারে প্রবোধপ্রদানপূর্ব্বক তাহাকে স্থির করিলেন। কিন্তু সে সময় তাহার নিজের চক্ষুও অশ্রুশূন্য ছিল কি না সন্দেহ।

অনেকক্ষণ পরে দেবদত্ত প্রকৃতস্থ হইয়া শ্বশুরের পদধূলী গ্রহণ করিলেন। মেঘমুক্ত শশিকলার ন্যায় দেবদত্তের রোগমুক্ত সুন্দর কান্তি অবলোকনপূর্ব্বক কন্যাকে স্মরণ করিয়া মর্ম্মাহত ইন্দ্রমৌনীর হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল; কিন্তু তিনি জ্ঞানের দ্বারা মনকে সংযত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

চন্দনীর মাতা ইন্দ্রমৌনীকে কহিলেন, 'আপনিও আমাদের সঙ্গে আসুন।'

ইন্দ্রমৌনী—না না, আমাকে আর ডাকিবেন না, আমি সংসার বিষবৎ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছি। প্রতিধ্বনি-

জনিত বিপদ আমাকে আঁধার হইতে আলোকে লইয়া আসিয়াছে। এখন কীর্ত্তনই আমার জীবন ও জীবনের মূল। কীর্ত্তন করিতে করিতে দিনের পর দিন চলিয়া যায়, বিরাম বিশ্রামের কথা আমার মনে উদিত হয় না। এমন কি কীর্ত্তন পাইলে আহারের স্পৃহাও ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। আমাকে আর সংসারে ডাকিবেন না, তবে কন্যার শুভ সংবাদ দিতে পারিলে আমাকে দিবেন, ইহা আমি চাই। সে পবিত্রতা রক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসুক, পতির গৃহে পতির পদে তাহার স্থান লাভ হউক, ইহাই আমার ইচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ।

তাহার দরিদ্রতা, এমন কি মৃত্যুও আমাকে আর প্রপীড়িত করিতে সমর্থ হইবে না। পরপুরুষ তাহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে নাই—শুধু এই সংবাদ জানিবার জন্য আমার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া রহিল। বুঝিলে চন্দনীর মাতা, পৃথিবীর সমুদায় বাসনা কামনার হস্ত হইতে যে কেবল উদ্ধার হইতে চেষ্টা করিতেছি তাহা নহে, এই আকাঙ্ক্ষাটি আমাকে লোকালয়ে রাখিয়াছে। এই শুভ সংবাদটি কর্ণ-গোচর হওয়ার পর আমাকে কেহই আর লোকালয়ে দেখিতে পাইবে না।

চন্দনী—তবে কি আপনি প্রতিধ্বনির মায়া কাটাইলেন?

ইন্দ্রমৌনী—ধীরভাবে কহিলেন "কৈ, প্রতিধ্বনিই বা কৈ? তাহার মায়াই বা কিসের?" এই কথা কহিতেই ইন্দ্র-মৌনীর পাণ্ডুবর্ণ মুখের উপর একটা অসহ্য বেদনার ছায়া পতিত হইল।

চন্দনী—তবে কি আপনি প্রতিধ্বনির মৃত্যুই নির্দ্ধারণ করিলেন।

ইন্দ্রমৌনী ললাটের বিষাদচিহ্ন যথা-মত অপসারিত করিয়া কহিলেন, তাহার প্রাণবিয়োগ না হইতে পারে, কিন্তু ভারতীয় মহলায় মৃত্যু বহু রকমে সংসাধিত হয়। এই কথা বলিয়াই তিনি দলসহ মধুর স্বরে নামকীর্ত্তন করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া গেলেন। দেবদত্ত, চন্দনী, চন্দনীর মাতা ও নন্দক সেই মধুর কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে গন্তব্যপথাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যৎকালে তাহারা চণ্ডদেবের গৃহাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন রজনী প্রভাত হইয়া গিয়াছে। তাহারা সকলেই এক একটি বলশালী ঘোটকারোহণে আসিতেছিলেন। চন্দনীর মাতা ঘোটকা-রোহণে চির-অভ্যস্তা। ইদানীং তিনি কন্যাকেও ইহা শিক্ষা দিয়াছেন। তাহারা সকলেই চণ্ডদেবের আদেশ অনুসারে কেহ লক্ষ্যে, কেহ অলক্ষ্যে রহিয়া, চণ্ডদেবের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলেন। চন্দনীর ও চন্দনীর মাতার ক্রমে ক্রমে এই জ্ঞান হইতে লাগিল যে, চণ্ডদেব আর সে চণ্ডদেব নাই। সে আপনার চরিত্র আশ্চর্য্যভাবে পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছে। সে এখন সদা সর্ব্বদা রাজ-রাজেশ্বরের বিগ্রহের সম্মুখে উপবিষ্ট

থাকে এবং "আমার হৃদয়রাজ্যের রাজা একমাত্র এই রাজরাজেশ্বর" ইত্যাদি গোটাকত শব্দ ব্যতীত; অন্য কথা অল্পই উচ্চারণ করে। সে আহত হইবার পর হইতেই বিদেশে যাওয়া একরূপ বন্ধ করিয়াছে। চন্দনী ও তাঁহার মাতা চণ্ডদেবের সম্মুখে বহির্গত হইলেন না, কিন্তু অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহার গতিবিধির উপরে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিলেন। দেবদত্ত ও ভবভূতির দৃষ্টি চণ্ডদেবের উপরেই নিপতিত রহিয়াছে।

পূর্ব্বে চণ্ডদেব একদিন বলিয়াছিল যে, একজন কালবেশধারী ভূত তাহার পিছনে লাগিয়াছে; কিন্তু তাঁহারা সূক্ষ্ম-ভাবে পরিদর্শন করিয়াও সে কালবেশ-ধারী ভূতের কোন সন্ধান লাভ করিতে না পারিয়া চণ্ডদেবকে ঘোর মিথ্যাবাদী বলিয়া স্থির করিলেন এবং কবে এই মিথ্যাবাদীর সমুচিত শাস্তিলাভ হইবে তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

একদিন রজনীযোগে তাঁহারা নন্দক, ভবভূতি ও দেবদত্তকে আহ্বান করিয়া একটি গুপ্ত ঘরের মধ্যে সকলে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। নন্দকের মাতা নন্দককে কহিলেন, চণ্ডদেব যতই সাধু হউক না কেন, তাহার প্রতিবাসিগণ তাহাকে দাতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া যতই মান্য করুক না কেন, সে প্রতিধ্বনি ও ভাবময়ীর অপহরণ এবং চন্দনীর ও চন্দনীর মাতার হত্যাপরাধে দণ্ডিত হইবে না কেন?

দেবদত্ত—আপনি এখন কি করিতে বলেন?

চন্দনীর মাতা—প্রকাশ্যেই হোক্ আর অপ্রকাশ্যেই হোক্, চণ্ডদেবের মত চতুর ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে সক্ষম হওয়া, নন্দকের মত লোকের কায নয়।

দেবদত্ত—তবে আপনি তাহার সম্বন্ধে কি করিতে বলেন?

চন্দনীর মাতা—চণ্ডদেবের বিরুদ্ধে মকদ্দমা রুজু করিতে বলি। পুলিসের আশ্রয় ব্যতীত এ কাণ্ডের কোনও কূলকিনারা করিবার শক্তি নন্দকের নাই।

ভবভূতি মাথা নাড়িলেন।

চন্দনীর মাতা কহিলেন, 'আপনি মাথা নাড়িলেন কেন? বালিকাদের কলঙ্ক রটনা হইবে এই ভয়ে?'

ভবভূতি 'হাঁ হাঁ' বলিতে বলিতেই তাহার চক্ষুপল্লব জলভারাক্রান্ত হইয়া কাঁপিয়া উঠিল।

চন্দনীর মাতা—কলঙ্ক হইবে এই ভয়ে? কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহারা যাহাতে কলঙ্কিত না হয়, তাহার উপায়ও করিতে হইবে। কলঙ্ক হইবে এই ভয়ে তাহাদিগকে কলঙ্কিত করা কি কর্ত্তব্য? শালবৃক্ষ প্রভঞ্জনের সহিত বিরোধ করিতে সক্ষম বটে, কিন্তু তাহার শক্তি যখন শেষ হয়, তখন সে সমূলে ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহার শোভা-সৌন্দর্য্য সমুদায়ই বিনষ্ট হয়। ভাবিয়া দেখুন অবলা স্ত্রীলোকের শক্তিই বা কতটুকু? আপনারা

নন্দকের উপর নির্ভর করিয়া থাকিবেন না, কখনও থাকিবেন না।

দেবদত্ত—নন্দক, তুমি চণ্ডদেবের গতিবিধির উপরত দৃষ্টি রাখিয়াছ, কিন্তু কিছু কি বাহির করিতে পারিলে?

নন্দক মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, কোনও কথা কহিলেন না।

চন্দনীর মাতা—বল নন্দক! তোমার যাহা বলিবার আছে, বল।

নন্দক—আমি চণ্ডদেবের উপর দৃষ্টি রাখিয়া যাহা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে তিনি নির্দ্দোষ বলিয়াই আমার মনে হয়।

চন্দনী ও চন্দনীর মাতা হাস্য করিয়া উঠিলেন। দেবদত্ত ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মৌনী হইয়া রহিলেন।

নন্দক—আপনারা আরও কিছুদিন আমার উপর নির্ভর করিয়া থাকুন।

চন্দনী ও তাহার মাতা—আর কত দিন?

নন্দক—বেশী দিন নয়।

চন্দনীর মাতা—আচ্ছা তাহাই হোক। তুমি আরও কয়েক দিন নষ্ট কর, আমরা নীরবে বসিয়া বসিয়া ভাগ্য-সাগরের নীল লহরী গণনা করি।

এই কথা বলিয়া চন্দনীর মাতা সে ঘর হইতে বহির্গমন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন।

নন্দকের বিশ্বাস যে, চণ্ডদেবের পুরাতন নথী পত্র অনুসন্ধান করিলেই তিনি বাঞ্ছিত কিছু প্রাপ্ত হইবেন, অতএব তিনি আহার নিদ্রা বিস্মরণপূর্ব্বক কেবল চণ্ডদেবের পুরাতন নথীপত্রই খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় তিনি একটি পুরাতন আল্‌মারা খুলিয়া কতকগুলি জীর্ণ নথী পত্র বাহির করিয়া ফেলিলেন। তাহার ভিতরে অতি জীর্ণ বস্ত্রের ছোট একটি গাঁটরী ছিল। তিনি তাহা হস্তগত করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ভালরূপে দেখিলেন। তাঁহার সন্দেহ দৃঢ় হইল, তিনি আর কাল বিলম্ব না করিয়া জীর্ণ গাঁটরীটি খুলিয়া ফেলিলেন। তাহার ভিতর একটি থলিয়া ছিল, থলিয়াটিও অত্যন্ত জীর্ণ, অতএব অনায়াসে তিনি তাহা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তাহার ভিতর হইতে একরূপ অদ্ভুত অক্ষরে লিখিত একখানি জীর্ণ লিপি বাহির হইল। আরও একখানি কাগজ বাহির হইল, তাহার মধ্যে কতকগুলি কালির রেখা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তিনি অদ্ভুত-রেখাসংযুক্ত লিপিখানি পাঠ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন মতেই কৃতকার্য্য হইলেন না, রেখাগুলির ভাবার্থও কিছু বুঝিতে সক্ষম হইলেন না। অনেক চিন্তার পর তিনি ইহাই স্থির করিলেন যে, ইহা অন্য একপ্রকার অক্ষর, তাহা শিক্ষা না করিলে উহা পাঠ করা যাইবে কেন? এই লিপিখানিতে নিশ্চয়ই কোন সাঙ্কেতিক কথা আছে, এ রেখাগুলিও কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন। ইহা যখন চণ্ডদেবের গৃহে আছে, তখন ইহা চণ্ডদেবেরই।

হয়ত চণ্ডদেবের পিতামহ চণ্ডদেবের পিতার জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, যিনিই যাঁহার জন্য এই সাঙ্কেতিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তিনিই ইহা পাঠ করিবারও উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। উপস্থিত এই সংসারে চণ্ডদেব ব্যতীত আর কেহই নাই, অতএব চণ্ডদেবই ইহার অধিকারী। হয়ত তিনি এ লিপির এ বিষয় ঘুণাক্ষরেও অবগত নহেন। কালে কোনও দিন জ্ঞাত হইতেও পারেন এই জন্যই ইহা রক্ষিত হইয়াছে। ইহা চণ্ডদেব প্রাপ্ত হউক অথবা এ গৃহের অন্য কেহ প্রাপ্ত হউক, এই ইচ্ছা যিনি করিয়াছেন, তিনি ইহা পাঠ করিবার ও বুঝিবার উপায়ও করিয়াছেন—এ কথা নিশ্চয়।

ইহার পর নন্দক কালবিলম্ব না করিয়া চণ্ডদেবের নিকট গমন করিলেন। চণ্ডদেব একখানি কৃষ্ণ শিলার উপরে উপবিষ্ট হইয়া অতি নিবিষ্ট মনেই যেন কালিদাসকৃত কুমার-সম্ভব পাঠ করিতেছিলেন, এইরূপ অনুভব হইতেছিল। নন্দক অদ্ভুত অক্ষরগুলির অবিকল নকল করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাহাই চণ্ডদেবকে দেখাইয়া কহিলেন, 'এ অক্ষরগুলি কে কবে লিখিয়াছে? ইহা পাঠ করিবার প্রণালী আপনার জানা আছে কি?

চণ্ডদেব গ্রন্থ হইতে নেত্র উত্তোলনপূর্ব্বক নন্দকের মুখাবলোকন করিতে করিতে ক্ষণ কাল চিন্তা করিয়া কহিলেন 'হাঁ, ইহা আমার পিতা কর্ত্তৃক লিখিত। তিনি ইহা আবিষ্কার করিয়া আমাকে শিখাইয়াছিলেন। ইহার শিক্ষার একটি প্রণালীও আছে। কিন্তু কোথায় আছে, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পার।

নন্দকের চেষ্টা বৃথা হইল না। তিনি জীর্ণ কাগজের মধ্যে "অদ্ভুত অক্ষর শিক্ষা" নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। এই পুস্তিকার মধ্যে এই অদ্ভুত অক্ষর শিক্ষার প্রণালীগুলি অতি সহজ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। নন্দক চব্বিশ ঘণ্টা চেষ্টা করিয়া সেই অক্ষরগুলি পড়িবার নিয়ম শিক্ষা করিলেন এবং সেই অদ্ভুত অক্ষরে লিখিত লিপিখানি আমূল পাঠ করিলেন। তখন তাঁহার নিকট রেখাগুলির মর্ম্মও অবিদিত রহিল না। তিনি অবিলম্বে তাঁহার মাতা ও ভগিনী, ভবভূতি ও দেবদত্তকে ডাকিয়া একটি সভা করিলেন এবং তাহাদের নিকটে ঘোষণা করিলেন যে, তিনি এই দণ্ডেই পুরমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া সম্ভবতঃ অল্প দিনের জন্যই রাজপুতানায় যাইবেন।

নন্দক হঠাৎ একাকী রাজপুতানায় যাইবেন শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

তাঁহার মাতা কহিলেন, রাজপুতানায় যাইবে? কেন চোরের সন্ধানে, না প্রভুর কার্য্যে?

নন্দক—চোরের সন্ধানে।

মাতা—চোরের সন্ধানে!

নন্দক—হাঁ।

মাতা—চোর রাজপুতানায় গিয়াছে না কি? প্রকৃত যে চোর সেত চরিত্র পরিবর্ত্তন করিয়া সাধু সাজিয়াছে এবং এইখানেই এই বাড়ীতেই ত আছে। রাজপুতানায় যাইবে কেন?

দেবদত্ত কহিলেন—'নন্দকের কার্য্যে বাধা প্রদান করিবেন না। বিশাল চক্ষু, আজানুলম্বিত ভুজ, প্রশস্ত ললাট-সম্পন্ন পুরুষের উপর নির্ভর করিলে স্বকার্য্য সাধনে বিলম্ব হয় না।'

চন্দনী ও চন্দনীর মাতা মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, 'আচ্ছা তাহাই হোক। একাকীই যাইবে নাকি?'

দেবদত্ত নন্দকের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

নন্দক কহিলেন, 'হাঁ, একাকীই যাইব।'

মাতা—যদি কোন বিপদ হয়?

নন্দক—যিনি জননীরূপে দুইবার রক্ষা করিয়াছেন এবারেও তিনি রক্ষা করিবেন।

ঈশ্বরের নামে নন্দকের মাতার মুখ গম্ভীরভাব ধারণ করিল। তিনি যোড়হাতে ভগবানকে প্রণাম করিয়া নন্দককে বিদায় দিলেন।

সভাভঙ্গ হইল।

নন্দক চণ্ডদেবের নিকটেও বিদায় চাহিলেন। চণ্ডদেব কহিল—'তুমি রাজপুতানায় যাইবে? আমি যে তোমাকে ছাড়িয়া এক দণ্ডও থাকিতে ভয় করি।'

'যত শীঘ্র পারি ফিরিয়া আসিব' এই কথা বলিয়া নন্দক রাজপুতানাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

বর্ষশেষে।

হবে নাকি মূঢ় মন এখনও চেতনা তোমার,
দিবা অবসানপ্রায় ক্রমে ঘেরিছে আঁধার।
দিন গত দিনান্তর, সপ্তাহ মাস বৎসর,
জাগি জাগি করি কত ঘুমাইলে বার বার,
বৃথা দিন কাটাইলে গোলে হরিবোল দিলে,
শুনা বুলি শুনাইলে, প্রকাশিতে অহঙ্কার,
ঠকাইতে অন্য জন নিজেই ঠকিলে মন,
শূন্য গেল এ যৌবন, তাই হইয়াছে সার।
শুন প্রবীণ অজ্ঞান, অজ্ঞানে জ্ঞানাভিমান,
এ বড় কঠিন রোগ, বিষম চিত্তবিকার।
লজ্জা অভিমান ভুলি, সব আবরণ খুলি,
দেখ দেখ নিজ চক্ষে দশা এবে আপনার,
যিনি পূর্ণ সত্যময়, হয়ে সরলহৃদয়
সত্যভাবে ডাক তাঁরে, দুস্তরে পাবে
নিস্তার।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ঋণদানবিষয়ক প্রস্তাব—এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, ভারতগবর্ণমেণ্ট ঋণদান ও গ্রহণ বিষয়ক এক আইন প্রণয়ন সম্বন্ধে বিচার করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট যদি এই আইন প্রণয়ন সম্বন্ধে বিচার করিয়া সুদের হার কমাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন হইবে।

জাপানের প্রধান মন্ত্রী—কাউণ্ট ওকুমা জাপানের প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার বয়স এখন ৭৬ বৎসর। ইনি ১৬ বৎসর সমাজসংস্কার, জমীদারদিগের প্রভুত্বধ্বংস প্রভৃতি নানা সৎকার্য্যে অগ্রণী ছিলেন। কাউণ্ট ওকুমা যেমন রাজনীতি-বিশারদ, তেমনি স্বাধীনচেতা পুরুষ। ইঁহার মন্ত্রিত্বে জাপানে বিশেষ উন্নতির আশা আছে।

আমেরিকায় রমণীর পরাজয়—আমেরিকার প্রায় সর্ব্বত্র রমণীদিগকে নির্ব্বাচনাধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। সম্প্রতি আমেরিকার সিকাগো নগরে "অল্ডারম্যানের" পদ খালি হইয়াছিল। বহু পুরুষ ও নয় জন রমণী ঐ পদপ্রার্থী হইয়াছিলেন। ঐ পদে লোকনিয়োগার্থ ভোট সংগ্রহ করা হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাতে পুরুষদিগের ভোট অধিক হয়। এমন কি, রমণীদিগের মধ্যেও অধিকাংশই পুরুষদিগকে ভোট দিয়াছেন।

হাইকোর্টের জুরীর তালিকা—হাইকোর্টের স্পেশাল জুরীর তালিকায় ৩১৬ জনের নাম ভুক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ২০০ ইউরোপবাসী ও ১১৬ জন ভারতবাসী।

আমেরিকায় কয়েদীর শাসন—আমেরিকার ফিলাডেলফিয়ার এক উদ্যানের সমস্ত কাজ কয়েদী দ্বারা করান হইয়া থাকে। এই কয়েদীদিগের মধ্যে সকলেই ৮ হইতে ১৮ বৎসরের বালিকা। ষ্টেট হইতে শাস্তি প্রদান করা হইলে তাহাদিগকে সংশোধন-কারাগারে না পাঠাইয়া এই উদ্যানে পাঠান হয়। এই স্থানে উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অধীনে তাহাদিগকে বাগানের কাজ করিতে দেওয়া হয়। এই উদ্যানে আপাততঃ ৪০০ শত বালিকা আছে।

ছাপাখানার বিদ্যালয়—কলিকাতা সহরে ছাপাখানা সম্বন্ধীয় একটি বিদ্যালয় খুলিবার আয়োজন হইতেছে। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জর্ম্মনী প্রভৃতি দেশে যে ছাপাখানার কার্য্য এত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তথায় ছাপাখানার বিদ্যালয় আছে।

ফল চালানের উপায়—আগামী সেপ্টেম্বর মাসে সিমলায় মন্ত্রণা-সভা হইবে। এই সভায় রেলগাড়ীতে শীতল ঘর নির্ম্মাণ করিয়া ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ফল চালানের ব্যবস্থা করিবার পরামর্শ হইবে।

রেলগাড়ীতে শীতল ঘর থাকিলে দূরবর্ত্তী স্থানের ফল সকল অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যাইতে পারে।

প্রস্তর-বৃষ্টি—সম্প্রতি মান্দ্রাজের কালিকট নগর হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, তথায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় এবং বজ্রপাতশব্দের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রুতি-গোচর হয়, এবং ঐ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় এক হইতে দশ সের ওজনের কতকগুলি উল্কা-প্রস্তর দক্ষিণ মালাবার ও তৎসন্নিহিত স্থানসমূহে পতিত হইয়াছিল।

অতি লোভ।

ছয় রিপুর মধ্যে লোভও একটি রিপু। কিন্তু লোভের অনেক প্রকার মাত্রা আছে। পৃথিবীতে লোভশূন্য লোক নাই। তবে যাহার লোভ অতি অল্প তাহাকেই আমরা সাধু বলিয়া থাকি, এবং যাহার লোভ অধিক, তাহাকেই আমরা অসাধু বলিয়া থাকি। অসাধু ব্যক্তিদিগের লোভ এত প্রবল যে, তাহারা মনোমত দ্রব্য পাইলেই আরও অধিক পাইতে ইচ্ছা করে। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের লোভ অসীম হইয়া পড়ে, এবং কিরূপে তাহাদিগের পতন হয়, তৎসম্বন্ধে নিম্নে একটি গল্প প্রদত্ত হইল।

কোন দেশে একজন জেলে তাহার স্ত্রীকে লইয়া একটি ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করিত। জেলে মাছ ধরিয়া যাহা পাইত, তাহাতেই তাহাদিগের কোনও প্রকারে দিন কাটিত। একদিন জেলে নদীতে মাছ ধরিতে ধরিতে একটি খুব বড় রোহিত মৎস্য পাইল। কিন্তু, ঐ রোহিত মৎস্য বাস্তবিক মৎস্য নহে। উহা একটী রাজপুত্র, মায়াবলে মাছের আকার ধারণ করিয়াছিল। সেই রাজপুত্র মিনতি করিয়া বলিল, 'ভাই হে! তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও, এবং আমার নিকট বর প্রার্থনা কর।' জেলে অত্যন্ত ভাল মানুষ, সে তাহাকে ছাড়িয়া দিল এবং কিছুই প্রার্থনা করিল না। মাছধরা শেষ হইলে জেলে বাড়ী আসিয়া স্ত্রীর নিকট সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। কিন্তু তাহার স্ত্রী বড় মন্দপ্রকৃতির নারী ছিল। সে ইহা শুনিয়াই একেবারে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া জেলেকে অনেক ভৎসনা করিয়া বলিল, 'তুমি এখনই তথায় যাইয়া ঐ মাছটির নিকট একটি পাকা বাড়ীর জন্য প্রার্থনা কর। জেলে বেচারা বড় ভাল মানুষ ছিল। সে স্ত্রীর তাড়নায় ক্ষুণ্ণমনে নদীর অভিমুখে গমন করিল। ক্রমে যখন সে নদীর নিকট আসিল, তখন উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল—

ওগো জলচর রাজপুত্রবর

কোথা আছ ভাই তুমি?
স্ত্রীর অনুরোধে আসিয়াছি মাগে
বর যে মাগিতে আমি।

এই কথা বলিবামাত্র মাছটি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন জেলে তাহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। ইহা শুনিয়া মাছটি বলিল, 'আচ্ছা, তুমি বাড়ী গিয়া দেখিবে যে, তোমাদের একখানি পাকা বাড়ী হইয়াছে।' এই কথা বলিয়াই মাছটি অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন জেলে ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিল এবং গৃহে আসিয়া দেখিল যে, তাহাই হইয়াছে—তাহার স্ত্রী সেই নূতন গৃহে বসিয়া আছে। কিছু দিন যায়, আবার একদিন তাহার স্ত্রী তাহাকে বলিল, 'তুমি আবার সেই মাছটার নিকট যাও এবং একটি খুব সুন্দর এবং বড় বাগান-বাড়ীর জন্য প্রার্থনা কর।' সেও আবার নদীতে গমন করিল এবং পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি পুনরায় বলিবামাত্র মাছটি আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন জেলে তাহাকে সমস্ত কথা বলিলে, মাছটি তাহাকে প্রার্থিত বরদান করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। যতই অবস্থার উন্নতি হইতে লাগিল, ততই তাহার স্ত্রীর লোভ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সে রাজরাজেশ্বরী হইল, কিন্তু তথাপি তাহার লোভের হ্রাস পাইল না। একদিন সে তাহার স্বামীকে ডাকিয়া বলিল, 'তুমি আর একবার মাছের নিকট যাও, এবং গিয়া তাহাকে বল যে, 'আমাদিকে স্বর্গের রাজা করিয়া দিতে হইবে।' সে পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও চলিল এবং নদীতে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি উচ্চারণ করিল। তৎক্ষণাৎ মাছটি আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু এবার আর মাছটি বর দান করিল না, সে বলিল, 'আমি তোমাদিগকে শাপ দিতেছি যে, তোমরা পূর্ব্বে যে কুটীরে বাস করিতে সেই কুটীরেই বাস করিবে।' এই বলিয়া মাছটি অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন সে অতি বিষণ্ণ মনে বাড়ী আসিয়া দেখিল বাস্তবিক তাহাই হইয়াছে।

এই গল্পটি হইতে আমরা এই উপদেশ পাইতেছি যে, কখনও অতি লোভ ভাল নয়। যে ব্যক্তি অতিলোভ করে, সেই ব্যক্তিই ঐ জেলের স্ত্রীর অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অবস্থার অতিরিক্ত কোনও দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা করাকেই অতিলোভ বলে। দেখ ঐ জেলের স্ত্রী সামান্য কুটীর হইতে রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত পাইয়াছিল, কিন্তু যখন সে সামান্য মানবী হইয়া স্বর্গের প্রভুত্বলাভে ব্যগ্র হইল, তখনই তাহার এই দুরবস্থা ঘটিল। অতিলোভের পরিণামই এইরূপ।*

*Grimm's Popular Stories এর একটী গল্পের ভাবাবলম্বনে লিখিত।

ভুলভাঙা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

(৪)

"আপনি যাই বলুন, আমার কিন্তু কিছুতেই মত হয় না যে, আপনি সেখানে যান।"

"বাবা! মেয়ে তা'দের বটে, কিন্তু বৌ আমাদের. আমাদের ঘরের বৌ সেখানে ফেলে রাখব, লোকে কি ভাল বল্‌বে? শুধু লোকনিন্দা নয় ধর্ম্মের কাছেও দায়ী হ'তে হ'বে। আর বেয়াই যতই বড় লোক হন, আমাকে কিছু আর অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিতে পারবেন না।"

পিতা পুত্রে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল। অমর বলিল, "তা বাবা! আপনি যখন সঙ্কল্প স্থির ক'রেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন, এবং এতদূর পর্যান্ত এসেছেন, তখন আর আপনাকে কি বলিব? আপনার কর্ম্মভোগ এখনও শেষ হয় নাই, আরও কিছু বাকী আছে।"

কাশীনাথ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "না অমর! সে ভাবনা ক'রোনা। বেয়াই তো লোক মন্দ নন্! আমাদের সঙ্গেত কোনরূপ দুর্ব্ব্যবহার করেন নাই; তবে আদুরে মেয়ে, জন্মাবধি অট্টালিকায় বাস, পল্লীগ্রাম কখনও চক্ষেও দেখেন নাই। তাই সহসা পাঠা'তে ইতস্তত কচ্ছেন। তা' আমি নিজে গেলে কি আর অমত করতে পারবেন?"

অমর সে কথার কোন উত্তর দিল না। তখন কাশীনাথ বলিলেন, "তুমি কলেজ থেকে ফিরে এলে এক সঙ্গে যাওয়া যাবে। একটু সকাল সকাল এস।"

অমর বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে কি বাবা! আমি আবার কোথায় যাব?"

বাধা দিয়া কাশীনাথ বলিলেন, না না, তোমাকে যেতেই হবে। আমি সেই তোমার বিবাহের সময় ছাড়া আর সেখানে যাইনি, সেত এক কথা বটে, আর তুমি সঙ্গে থাকিলে আমার একটু সুবিধা হবে।"

অমর কোন কথা বলিল না। একটু নীরব থাকিয়া কাশীনাথ বলিলেন, "কেবল এই কারণেই কলিকাতা আসি নাই, আরও এক বিশেষ কারণ আছে। উষার বয়স হ'য়েছে, তার কি করা যায়? ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে তুমি এখন উপযুক্ত হ'য়েছ, তোমার সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে আমি কিছুই স্থির করিতে পাচ্ছি না।"

অমর বলিল, "এখনি তার বিয়ের জন্য ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? এই তো সেদিন তা'কে দেখে এসেছি, কি এমন বড়

হ'য়েছে! এখনো দুই তিন বৎসর সচ্ছন্দে রাখা যাবে।"

কাশীনাথ বলিলেন, "বাবা! এখনকার সময়ে কন্যা বয়ঃস্থা ক'রে বিবাহ দিবার নিয়ম হয়েছে। পূর্ব্বে এমন ছিল না। কিন্তু তা'হ'লেও আর বেশী দিন অপেক্ষা করা যায় না। উষার বয়স এই একাদশ উত্তীর্ণ হয়।"

অমর একটু উপেক্ষার সহিত বলিল, "এই এগার বৎসর মাত্র! এ'র জন্যে এত ভাব্‌ছেন? বৎসর দুই তো চুপ্ ক'রে থাকুন, তা'র পর যা' হয় হ'বে। কিন্তু বাবা! একটা কথা, প্রতিজ্ঞা করুন, সমান ঘরে যদি না হয়, বরং দরিদ্রের ঘরে উষার বিয়ে দিবেন, তবু বড় লোকের দিকে চাহিবেন না। বেলা হ'লো আমি এখন আসি।"

অমর প্রস্থান করিল। পার্শ্বের কক্ষ হইতে আর একটি লোক নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। সে অজিতকুমার।

যথাসময়ে অমরনাথ কলেজ হইতে প্রত্যাগমন করিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে পিতা ও পুত্রে একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর শকটারোহণে বৈবাহিক-ভবনোদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

কলিকাতায় বিডন ষ্ট্রীটের বাবু দেবেন্দ্র বিজয় বসু বিলক্ষণ সম্পত্তিশালী। বড়-লোক বলিয়া সুজন-সমাজে পরিচিত হইবার জন্য যে যে উপকরণের প্রয়োজন, দেবেন্দ্রবাবুর সমস্তই আছে। প্রকাণ্ড তিন্ মহল বাড়ী। ফটকে ডবল জুড়ী, হাতে সোনা-বাঁধান, হস্তিদন্তনির্ম্মিত ছড়ি, পকেটে আলবার্ট-চেন্-সম্বলিত সোণার ঘড়ী। ইহা ছাড়া নেয়াপাতি রকমের ভুঁড়ি, এবং মুখে ফ্রেঞ্চছাট্ চাপদাড়ী আছে। সর্ব্বোপরি বাবু-লোকের প্রধান লক্ষণ;—দেবেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানা সর্ব্বদাই মধুকররূপী চাটুকর দ্বারা পূর্ণ থাকিত। সেই সমস্ত মধুকরের নিরবচ্ছিন্ন গুণ-গুণ শব্দ দেবেন্দ্র বাবুর কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিত। আর চাই কি? দেবেন্দ্র বাবু এই সমস্ত মধুকরের মনস্তুষ্টির জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন। সভা, সমিতি, পার্টি ইত্যাদির জন্যও তাঁহার যথেষ্ট ব্যয় ছিল। কিন্তু গরিব দুঃখীকে দান করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার আদৌ ছিল না। তিনি বলিতেন, "দয়া দুর্ব্বলতার লক্ষণ"। যাহোক্ দেবেন্দ্রবাবু একটি দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়াছিলেন। পল্লীগ্রামে গৃহস্থের ঘরে একমাত্র কন্যা বিভাময়ীর বিবাহ দিয়াছিলেন।

অমর যে বার এফ্, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি, এ, পড়িতেছিল, সেই সময় ঘটনাচক্রে সে একদিন দেবেন্দ্র বাবুর দৃষ্টিপথে পড়ে। দেবেন্দ্র বাবু দেখিলেন, ছেলেটি দিব্য শিষ্ট শান্ত, পরম রূপবান্, লেখাপড়া শিখিতেছে। পরিচয়ে জানিলেন, তাঁহাদের করণীয় ঘর। সব দিকে ভাল, কেবল বাড়ী পল্লীগ্রামে। সে দিন আর বিশেষ কিছু কথা হইল না।

যথাকালে দেবেন্দ্র বাবু গৃহিণীর কাছে সমস্ত কথা বলিয়া বিভাময়ীর সহিত অমরনাথের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। কর্ত্তার উপযুক্ত গৃহিণী। তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানাইয়া বলিলেন, "ঐ রকম পাত্রই তো চাই। বিভাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইতে আমার আদৌ ইচ্ছা নাই। ঐ রকম পাত্রের সহিত বিবাহ হ'লে বিভাকে আমার, শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে না। বিয়ে দিয়ে এইখানেই রাখ্‌ব। ছেলেটি যখন লেখা পড়া শিখ্‌ছে, তখন আর ভাবনা কি? যতদিন সে চাক্‌রী বাক্‌রী না করে, বিভা আমার কাছে থাক্‌বে। শেষে তা'র চাক্‌রী হ'লে দশ দিন না হয় সেখানে রইল, দশ দিন বা আমার কাছে রইল। তুমি এই সম্বন্ধই স্থির কর।"

পত্নীর যুক্তিযুক্ত কথা শুনিয়া দেবেন্দ্রবাবু বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। এবং উপযুক্ত লোক দ্বারা শ্রীনগরে কাশীনাথ মিত্রের নিকটে অমরনাথের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। দেবেন্দ্রবাবু আভিজাত্যে হীন ছিলেন না, বরং কাশীনাথ অপেক্ষা কৌলীন্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এমন ঘরে পুত্রের সম্বন্ধ হওয়ায় মিত্রমহাশয় আনন্দে আত্মহারা হইলেন। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া, না ভাবিয়া, না বুঝিয়া একেবারে সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিলেন। অমর দুই এক বার আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু তাহার সে আপত্তি, প্রবাহমুখে উপলখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া গেল। শুভ দিনে শুভ ক্ষণে অমরনাথের সহিত বিভাময়ীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল।

৬

সন্ধ্যা অতীতপ্রায়। মনোহর অট্টালিকার সুসজ্জিত বৈঠকখানায় পিতা-পুত্র উপবিষ্ট। কক্ষস্থিত দ্রব্য-সামগ্রী, সমস্তই বহুমূল্য। টেবিল, চেয়ার, গ্লাসকেশ, বুকসেল্‌ফ, ছবি, আয়না, সমস্ত ঝক্‌ ঝক্‌ তক্‌ তক্‌ করিতেছে। বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সমগ্র বাড়ীখানি উদ্‌ভাসিত। কাশীনাথ বিস্ময়চকিত-নয়নে চারি দিকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন। ভৃত্যগণ যথারীতি আগন্তুকদ্বয়ের পরিচর্য্যা করিতেছে। অমরনাথ অনেক দিন পরে শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন। শ্বশুরবাড়ী হইতে বিশেষ "নিমন্ত্রণ-পত্র" পাইয়াও, এখনকার ছেলেদের মত তিনি কলেজ হইতে শ্বশুরবাড়ী আসিতেন না। পিতা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ না হইলে তিনি অদ্যও আসিতেন না।

দেবেন্দ্রবাবু বাড়ীতে ছিলেন না, সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। একটু পরেই ফিরিয়া আসিলেন। বাবুর জুড়ী ফটকের ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র শশব্যস্তে ভৃত্যগণ ছুটিয়া গেল। চারি দিকে একটা সাড়া পড়িল। পারিষদবেষ্টিত দেবেন্দ্রবাবু বৈঠকখানার ভিতরে প্রবেশ করিলেন। উভয় বৈবাহিকের পরস্পর শিষ্টাচার, কুশল-জিজ্ঞাসা ইত্যাদি ব্যাপার যথানিয়মে সম্পন্ন হইল। অমরনাথ শ্বশুরকে প্রণাম করিলেন। দেবেন্দ্রবাবু

আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বাবাজীর অনেক দিন দেখা নাই, ভাল আছ তো? আজ যে মনে করে এসেছ, বড় ভাগ্য!!"

অমর অবনতবদনে রহিল, কোন উত্তর করিল না। একজন পারিষদ হাস্যমুখে বলিলেন, "সাধ করে কি এসেছেন, বাবায় এনেছেন। বেয়াই মশায়ের দর্শন পাওয়া আরো ভাগ্যের কথা। তবে বেয়াই মশায়! পথ ভুলে নাকি? ছেলেটীকেও সঙ্গে এনেছেন দেখছি। বড় সুখী হওয়া গেল।" দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন, "ভাল বেয়াই মশায়! কি মনে ক'রে এদিকে আসা হ'লো?"

কাশীনাথ পল্লীনিবাসী নিরীহ ভদ্রলোক, কলিকাতার আচার ব্যবহার কিছুই জানেন না। কি বলিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। একটু ইতস্ততঃ করিয়া ঢোক্ গিলিয়া বলিলেন, "অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ ঘটে নাই, তাই একবার দেখতে শুনতে এলাম।"

একজন পারিষদ হাসিয়া বলিলেন, "শুধুই দেখতে আসা, আর কিছু নয়।"

কাশীনাথ এইবার সুবিধা বুঝিয়া বলিলেন, "বৌমাকে বাড়ীর সকলে দেখবার জন্ম বিশেষ উৎসুক হয়েছে, এই সঙ্গে তাঁকেও নিয়ে যেতে ইচ্ছা করি।"

আর একজন পারিষদ বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ! তাই বুঝি পিতা-পুত্রে এক জোট হ'য়ে এসেছেন? তা' দিন স্থির করা হ'য়েছে কি?"

কাশীনাথ বলিলেন, "বেয়াই মশায়ের মত হ'লে দিন স্থির করার বাধা কি? আগামী কল্য বেলা এক প্রহরের মধ্যে ভাল দিন আছে, ঐ সময়ে যাত্রা করিয়ে, যে কোন সময়ে নিয়ে যেতে পারি।"

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। দারভাঙ্গার স্বর্গীয় মহারাজ স্যার লছমীশ্বর সিংহ বাহাদুরের প্রপত্নী পত্নী সীতামাড়ী হাইস্কুলের ছাত্রাবাস নির্ম্মাণার্থে সাত হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

২। দিল্লীর ভূতপূর্ব্বনবাব-বংশীয় যুবকদিগের শিক্ষাবিধানকল্পে লেডী হার্ডিঞ্জ মহোদয়া দিল্লীর চিফ কমিশনারের হস্তে এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

৩। ডাক্তারি-শিক্ষার্থীদিগের মধ্যে অনেকেই শবব্যবচ্ছেদ করিতে অনিচ্ছুক। সম্প্রতি জার্ম্মাণীর একজন বৈজ্ঞানিক, শিক্ষার্থীদিগের এই অভাব মোচনের নিমিত্ত এক প্রকার এসিড তৈয়ার করিয়াছেন। এই এসিড শবদেহে প্রয়োগ করিলে শরীরের মাংসপেশী সকল স্বচ্ছ জলের ন্যায় হইয়া যাইবে এবং

অনায়াসেই শরীরস্থ যাবতীয় শিরা, হাড় ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যাইবে।

৪। আমেরিকার অন্তর্গত কালিফোর্নিয়া-রাজ্যের ইনরম্যান নামক একজন বৈজ্ঞানিক একপ্রকার অভিনব কাচ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই কাচের সাহায্যে ২।৩ মাইল দূরবর্ত্তী পাহাড় পর্ব্বত সুস্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। জলমগ্ন পাহাড় প্রভৃতিও এই কাচের সাহায্যে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে। ঝড়, বৃষ্টি, কুয়াসা, কিছুতেই এই কাচের শক্তিক্ষয় হইবে না।

৫। মেস্‌মেরিজিম সর্পাঘাতের ঔষধ বলিয়া নূতন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্প্রতি ইহা দ্বারা পরীক্ষা করিয়া সফলতা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

৬। ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড, জর্ম্মণি, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে তারে পত্র পাঠাইবার জন্য ভারত-গবর্ণমেণ্ট মত দিয়াছেন। স্থির হইয়াছে শনিবারের পূর্ব্বে এই পত্রগুলি টেলিগ্রাফযোগে গন্তব্য স্থানে পৌছিবে এবং মঙ্গলবার বিলি হইবে। প্রত্যেক পত্রে ২০টীর কম কথা যাইবে না। সাধারণ টেলিগ্রাফের সিকি চার্জ্জ করা হইবে।

সমালোচনা।

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের পরিচয়পত্র—মূল্য দুই আনা। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের ট্রাষ্টিদিগের আদেশ অনুসারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। প্রাপ্তি-স্থান—২৮নং চৌরঙ্গী রোড, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আফিসে পাওয়া যায়।

এই পুস্তকখানিতে মিউজিয়মের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তকখানি অতি সুন্দর শৃঙ্খলার সহিত সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও মিউজিয়মে (যাদুঘরে) যাইয়া কোথায় কি আছে, কোন্ বস্তুর কিরূপ প্রকৃতি ও কোন্ জীবের কিরূপ গঠন প্রভৃতি সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। এই পুস্তকের সাহায্যে দর্শনার্থীদিগের যে অনেক সুবিধা ও জ্ঞানলাভ হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা মিউজিয়ম-দর্শনার্থীদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যখন মিউজিয়ম দেখিতে যাইবেন, তখন যেন এই পুস্তক একখানি ক্রয় করিয়া লইয়া যান। ইহা একাধারে পথ-প্রদর্শক ও সকল বিষয়ের পরিচায়ক হইবে।

পণ গ্রহণে বিবাহ—বিবাহের আদর্শ, পণ গ্রহণের অবৈধতা ও অপকারিতা এবং তাহা দূরীকরণের উপায়। মূল্য এক আনা মাত্র। শ্রীআনন্দচন্দ্র সেন গুপ্ত প্রণীত।

ইহাতে প্রথমে বিবাহের আদর্শ, পরে পণগ্রহণের অবৈধতা, বর্ত্তমান সমাজ-চিত্র, সমাজপতিগণের মত, পণগ্রহণের দোষ, পণপ্রথা দূরীকরণের উপায় প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সমাজের চিত্র অতি সুন্দররূপে দেখান হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে আমাদের সমাজের কি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। আমরা আশা করি এই পুস্তক দ্বারা আমাদের সমাজের বরপণপ্রথারূপ ভীষণ ব্যাধির উপশম হইবে।

বামারচনা।

যদি নাহি আসা যেত ফিরে।

নীলাকাশে ঐ তরুণ তপন
উদিল আপনি ধীরে,
বিশ্ব মেলিল মুদিত নয়ন,
চেতনা আসিল ফিরে।
পাখীর কাকলী মেদিনী-বক্ষে
ধরিল মধুর তান,
মৌন-প্রকৃতি গাহিল মোহন
বিশ্বরাজের গান।

বিশ্ব সাজিল অপরূপ রূপ
আঁকিল অপূর্ব্ব ছবি,
সে সৌন্দর্য্য সাথে রয়েছে বিলীন
সমাধিমগ্ন কবি।
অপলক-আঁখি সেথায় কখন
আমিও বুঝিবা ধীরে
যেতাম মিশিয়া হেরিতে হেরিতে
যদি নাহি আসা যেত ফিরে।

দাও।

হে সখা!
হে চির-বাঞ্ছিত!
দাও তুমি মোরে নিত,
যত দুঃখ-জ্বালা-বিপদ বেদনা।
তবে নাথ! তোমা ধনে,
সদা মোর মনে—
পড়িবে।
হে প্রিয়!
হে অন্তর-স্বামী।
চাহিনাকো কভু আমি,
বিষয় বিভব, বিচিত্র বিলাস।
তুমি যে গো! পর হবে,

মজিলে বিভবে,
বঁধু হে!
হে গুরু!
হে সুন্দর প্রভু!
সুখ নাহি দিও কভু।
তাহে তোমা হ'তে বিচ্ছিন্ন হইয়া—
অতি বহু দূরে আমি,
তোমা ভুলি, স্বামী!
পড়িব।
হে নাথ!
হে শাশ্বত সুখ!
দাও মোরে দাও দুখ,

তবে ও চরণে পারিব মিশিতে।
দাও হে! দুঃখ দাও হে!

কান্ত হে! প্রিয় হে!
বঁধু হে!

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী মিত্র, শোভাবাজার রাজবাটী।

১৩২০ সালের বামাবোধিনীর বর্ণমালানুসারে সূচী।

৬৭ নং মধুরায়ের লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।